BACON'S ESSAYS

IN BENGALI

A FREE TRANSLATION

BY

RAMKAMAL BHATTACHARYA.

বেকন।

অর্থাৎ

তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ;

রামকমল ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯১।

রামকমলের জীবনবৃত্ত।

এই গ্রন্থের অনুবাদের সহিত যাঁহার নামের সংস্রব আছে, সেই রামকমল ভট্টাচার্য্য এক জন অসাধারণ লোক ছিলেন। যদিও অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হওয়াতে তাঁহার তেমন কোন মহৎ কীর্ত্তি অনুষ্ঠান করিবার অবসর হয় নাই, তথাপি তাঁহার সহিত যে সকল ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় ছিল, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাদৃশ ধী-শক্তি-সম্পন্ন গুণবান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী না হওয়াতে হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। এ নিমিত্ত তদীয় জীবনবৃত্ত পাঠ করিতে লোকের অভিরুচি হইলেও হইতে পারে, ইহা আলোচনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত ও সংযোজিত হইতেছে।

১২৪০ সালের ১৬ই চৈত্র কলিকাতা শহরের সিমুলিয়া পল্লীর অন্তঃপাতী মালিরবাগাননামক স্থানে রামকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম

রামজয় তর্কালঙ্কার। ইনি জাতিতে বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বসাকের বিমাতার যত্নাতিশয়ে রামজয়ের পিতা আসিয়া পুত্র সমেত কলিকাতাবাসী হয়েন। ঐ বসাক গোষ্ঠী হইতেই একটী বাসবাটী, এক বিগ্রহ ঠাকুর এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজয়ের পিতা এবং তদীয় পরলোকের পর রামজয় নিজে, উভয়েই সেই বৃত্তি উপলক্ষ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রামজয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসায়ী ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ সংপত্তিও ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ নামক দুরূহ দুরবগাহ পুরাণ গ্রন্থের রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার নামের সেরূপ প্রভা প্রকাশ হয় নাই। তিনি স্বভাবতঃ নির্ব্বিরোধী ও বিজনবাসপ্রিয় লোক ছিলেন, পাচ জনের প্রশংসা লাভার্থ তাঁহার তেমন দুর্দম ঔৎসুক্য ছিল না, এই বলিয়াই হউক; অথবা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বিশেষ ভাবনা চিন্তা ছিল না, সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-

দিগের এক মাত্র উপজীব্য ও অদ্বিতীয় কীর্ত্তিমার্গ যে সভাতে বিচার আচার করা, তদ্বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা বা আগ্রহের উদয় হইত না, এ কারণেই হউক; রামজয় একপ্রকার অপ্রকাশভাবেই কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুত্রের শৈশবদশাতেই এতদ্দেশীয় রীতি অনুসারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিত সুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র. অমরকোষ অভি-ধান, এবং ভট্টিকাব্য ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ হয়; তৎকালে রামজয়ের এক কন্যা ও রামকমল ব্যতীত আর এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সহো-দর অপেক্ষা বড় ছিলেন।

এই রূপে অল্পবয়সে অনাথ ও অভিভাবক শূন্য হইয়াও রামকমলের জীবনবর্ত্ম কোন অংশে অন্যথাভূত হইল না। তিনি অবিলম্বে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। সেই অবধি এরূপ প্রগাঢ় অভিযোগ, অক্লিষ্ট অধ্য-বসায় ও দুর্দ্দম উদ্যমসহকারে সংস্কৃত শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ইংরেজীর অন্তঃপাতী বিস্তর

বিদ্যার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন যে. তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাবৎ পরিচিত ব্যক্তির হৃদয়ে বিস্ময় ও চমৎকারের উদয় করিয়াছিলেন। তিনি তাবৎ পরীক্ষাতে স্বসমকক্ষ অশেষ সহাধ্যায়ীর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি দর্শন. সকল বিষয়েই অসাধারণ প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের যে যে অধ্যাপকের নিকট তাঁহার অধ্যয়ন হয়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই তাঁহার নামে গদ্গদ হইতেন এবং অনন্তরাগত ছাত্রবর্গকে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা বিষয়ক সমুন্নতি করিবার উপদেশ দিতেন। ফলত তাদৃশ অনুপম বুদ্ধিমত্তার সহিত তাদৃশ অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহযোগ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ইতিহাস মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। তাঁহার বুদ্ধি কোন বিষয়েই কুণ্ঠিত হইত না, তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ কোন শাস্ত্রের প্রতিই অরুচি ধারণ করিত না। কি সুললিত কালিদাস, কি সুনিপুণ রসগঙ্গাধরকর্ত্তা জগন্নাথ কি সুগভীর রঘুনাথ শিরোমণি, তিনি সকলের প্রতিই প্রগাঢ় প্রীতিভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন। কোন রূপ রমণীয়তা তাঁহার সহৃদয়তার নিকট অনা-

দৃত হইত না, কোন রূপ বুদ্ধিচাতুরীই তাঁহার ভাবগ্রাহিতার নিকট হেয় হইত না। তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার এই এক চমৎকার গুণ ছিল যে, যাহা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না; পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার স্বভাবের নিতান্ত বহির্ভূত ছিল। তিনি যখন অলঙ্কার পড়িতে আরম্ভ করেন, প্রচলিত সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ মাত্র পাঠে তৃপ্তিলাভ করেন নাই, রস-গঙ্গাধর চিত্রমীমাংসা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থের আলোচনা করিয়া ঐ শাস্ত্রে এরূপ প্রবীণতা লাভ করিলেন যে, তাঁহার অধ্যাপককেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, শিক্ষকের অপেক্ষা ছাত্রের বহু-দর্শিতা সমধিক। শেষাশেষি যখন তিনি দর্শন পড়িতেন, তখন আর সহাধ্যায়ী কেহ ছিল না; তিনি একাকী অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষার সময় শুদ্ধ তাঁহারই নিমিত্ত এক এক খানি প্রশ্নের রচনা হইত।

এই রূপে সংস্কৃত শাস্ত্র সমাপনের পর তিনি ঐ বিদ্যালয়েই ইংরেজী চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়েও অল্পকাল মধ্যে এরূপ ভূয়সী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ রচনাপারিপাট্য ও ভাব-

গ্রাহিতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিখ্যাতকীর্ত্তি তদীয় শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত আর্দ্র ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এই সন্দর্ভের প্রণেতা তাঁহাদের এক জনের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে রামকমল ইংরেজী রচনা বিষয়ে এরূপ বিশিষ্ট নৈপুণ্যের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেন যে, তাঁহার শিক্ষক নিজেও সে স্থলে সেরূপ নৈপুণ্য জুটাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক, ইংরেজী অধ্যয়ন সম্পূর্ণরূপে সাঙ্গ না হইতে হইতেই এক বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার অবসান করিল।

তাঁহার চক্ষু স্বভাবত নিস্তেজ ছিল, তাহাতে বহুকাল রাত্রি জাগরণ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ক সুগভীর চিন্তা দ্বারা তাঁহার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ অপকার জন্মিয়া, বোধ হয় তৎসহকারে নেত্রজ্যোতি আরো দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরিশেষে সেই রোগ এত দূর প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংরেজী ১৮৫৬ শালে তাঁহাকে অধ্যয়নে ভঙ্গ দিয়া বায়ুপরিবর্ত্তের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইল। তথায় অল্পকাল থাকিয়া তাঁহার রোগের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল, তিনি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক

বৈদ্যকশাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা দ্বারা পুনর্ব্বার যৎকিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ অধ্যয়নাদি করিবার সামর্থ্য আর প্রত্যাগমন করে নাই। তিনি বলিতেন যে, তাঁহার বাম চক্ষুর পুরোভাগে রক্তবর্ণ রেখাকৃতি ক্ষুদ্র এক প্রতিমূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজ করে। ইহাই তদীয় চক্ষুরোগের অসাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজীতে "হ্রস্ব দৃষ্টি" কহে, সেই রোগের রোগী ছিলেন, অর্থাৎ দূরের বস্তু দেখিতে পাইতেন না, কিঞ্চিদ্দূরে লোক চিনিতে পারিতেন না। ইহার সঙ্গে আবার অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, আকস্মিক অবসাদ ও দৌর্ব্বল্যের সহযোগ ছিল এবং মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে অর্শোরোগেরও কিঞ্চিৎ সঞ্চার হইয়াছিল। এই সকল বিবিধ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে অগত্যা, এবং যার পর নাই অনিচ্ছার সহিত, দুর্নিবার জ্ঞানলালসাকে স্তম্ভিত রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু সংসারনির্ব্বাহ বিষয়েও কিছু কিছু অপ্রতুল হইয়া উঠাতে তিনি ইং ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতা নর্ম্মাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

তিনি তিন বৎসর ঐ পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করি-

য়াছিলেন। এই অবসরে যদিও নেত্র রোগ বৃদ্ধি-শঙ্কাতে তাঁহাকে বড়ই ব্যাকুলিত থাকিতে হইত, দীপালোকে অধ্যয়ন একবারে রহিত করিয়াছিলেন এবং দিবাভাগে বিশেষ ঘটা করিয়া পড়িতে তাঁহার সাহস কুলাইত না, তথাপি ইংরেজী ভাষার সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন হইতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার যাহা কিছু রচনা বর্ত্তমান আছে, এই কয় বৎসরের মধ্যেই সে সমস্ত সমধা করা হয়। তন্মধ্যে তৎপ্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি নিজে আপনার "জ্যামিতি" কে এক বিশিষ্ট গুণপনার কাণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অতএব ইহার কিঞ্চিৎ আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লেখা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

যৎকালে তাঁহার নেত্ররোগ দেখা দিয়া শাস্ত্র-চর্চ্চায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দেওয়া তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়া তুলে, সেই সময়ে সময় বিনোদ-নের নিমিত্ত তিনি জ্যামিতি বিষয়ক চিন্তাতে মনঃ-সংযোগ করিতেন। ইংরেজী জ্যামিতির সহিত পরিচয় হইবার অত্যল্প কাল পরেই তাঁহার মনে এই এক সংস্কারের উদয় হয় যে, ঐ শাস্ত্রের প্রচ-লিত অনুশীলনপ্রণালী সম্যক্ যুক্তিসিদ্ধ নহে। দুই

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত ইউক্লিড্ নামক গ্রন্থকর্ত্তার সংগ্রহগ্রন্থকে জ্যামিতির পাঠ্যপুস্তক স্বরূপ বলিয়া রাখাতে বিস্তর বৃথা সময় ব্যয় হয়, অনেক অনাবশ্যক বিষয়ে পণ্ডশ্রম করিতে হয়, আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষাপক্ষে অনেক পুরাতন অমনোরম ও জটিল রীতির অনুসরণ দ্বারা নিরর্থ বুদ্ধিকে ক্লেশিত করা হয়, ইত্যাকার এক চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়া ছিল। পরে অধ্যয়ন হইতে ঐকান্তিক অবসর গ্রহণ করিবার পর সেই চিন্তা ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত ও শাখাপল্লবে বিস্তারিত হইয়া তাঁহাকে জ্যামিতি বিষয়ে এক নূতন সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবর্ত্তিত করিল। এই গ্রন্থের রচনা বিষয়ে তিনি নিম্ন লিখিত কয়েকটী মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; যথা. ত্রিকোণমিতি জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পারকতা উৎপাদন ব্যতীত জ্যামিতির অন্য কোন উপযোগীতা নাই, জ্যামিতিকে অন্য কোন উদ্দেশে অনুশীলন করা বৃথা সময়ক্ষয় মাত্র, এই অনুশীলন দ্বারা যদিও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত কিঞ্চিৎ প্রখরতা জন্মিলেও জন্মিতে পারে, কিন্তু সে প্রখরতা সর্ব্বসংগ্রাহিণী নহে, অর্থাৎ জ্যামিতি ব্যতীত আর

কুত্রাপি সে প্রখরতায় কাজ দর্শেনা, বুদ্ধির ঈদৃশ প্রখরতা সাধনের উদ্দেশে অনন্যকর্ম্মা হইয়া জ্যামিতিচর্চ্চা করা বা অধিক দিন উহাতে ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রাচীনকালের অনেক শাস্ত্র যুদ্ধিপরিচালনা বিষয়ে জ্যামিতির মত কিম্বা ততোঽধিক উপযোগী হইলেও গুরুতর ও আবশ্যকতর বিষয় বিশেষের সহিত সে সকলের সংস্রব নাই বলিয়া, ক্রমে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, যথা প্রাচীন উপনিবদ্ শাস্ত্র, প্রাচীন তর্কশাস্ত্র ও বেদান্ত ইত্যাদি। এই মতের পরতন্ত্র হইয়া রামকমল ইউক্লিড্ প্রণীত ষড়ধ্যায়ীকে গুটিপঞ্চাশেক সূত্র স্বরূপে পরিণত করিলেন এবং ইউক্লিডের প্রণালী ও ইউক্লিডের ব্যবস্থা অনেক অংশে পরিত্যাগপূর্ব্বক নুতন সজ্জায় জ্যামিতিকে সজ্জিত করিলেন, ইউক্লিডের উপপাদনপদ্ধতিও অনেক স্থলে পরিহৃত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে কোথাও স্বরচিত, কোথাও বা অন্যান্য জ্যামিতি বেত্তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইল।

জ্যামিতির রচনা বিষয়ে তাঁহার বিপুল ভাবনা ব্যয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যে ইহার প্রতি বিশেষ আস্থা পরিগ্রহ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। প্রণয়-

নের পর দু চারি জন সুবিচক্ষণ ব্যক্তিকে দেখান হয়, কেহ বা তাঁহার কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিয়াছেন, কেহ বা কহিয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার দর্শিবেক না। কিন্তু রামকমল লোককে যেরূপে জ্যামিতি শিখাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ইউরোপের দুএক জন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন গণিতশাস্ত্রবিশারদ দর্শনকারের মতনভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদিগেরও তাহা অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি দর্শনকার অগস্ট কম্‌ট্ স্বপ্রণীত "ধ্রুববাজনীতি" নামক গ্রন্থে যে স্থলে "শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃ সংস্কার" বিষয়ে লিখিতে বসিয়াছেন, নিবিষ্টচিত্তে সেই স্থান পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হইবেক যে, রামকমলের জ্যামিতির মত গ্রন্থকে তিনি বিশেষ সমাদর করিলেও করিতে পারিতেন। যাহা হউক, শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃ সংস্কার বিষয়ে কম্‌ট্ যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন সেই সকল যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে বিশ্বজনীনরূপে পরিগৃহীত হইতেছে না, তখন তাঁহার দোহাই দিয়া রামকমলের জ্যামিতির পার পাইবার যো নাই। অতএব এই গ্রন্থের গুণাগুণ এখনও অসাব্যস্তই থাকিতেছে।

বেকনের সন্দর্ভ রামকমলের দ্বিতীয় গ্রন্থ। নর্ম্মাল-স্কুলের ছাত্রবর্গকে লিখাইয়া দিবার নিমিত্ত তিনি বেকনের কয়েকটী সন্দর্ভ বাছিয়া অনুবাদ করেন। অদ্যাপি সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরাই ইহার প্রধান গ্রাহক। গ্রন্থকার নিজে ইহার বিশেষ গৌরব করিতেন না, তিনি স্বয়ং ইহা মুদ্রিত করিতে চাহিতেন না। সেই অমুদ্রিত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার ধুরন্ধর দু এক ব্যক্তির নিকট পরীক্ষিত হইবার পর তাঁহাদিগের এই রায় হইয়াছিল যে, এরূপ নূতন প্রকারের বাঙ্গালা লোকের মনোরম হইবার বিষয় নাই। বাস্তবিকও বাঙ্গালাতে এখন যে দুই প্রকারের রচনা প্রচার আছে, অর্থাৎ আদ্যোপান্ত সংস্কৃত কথা, ক্রিয়াগুলিও অর্দ্ধেক সংস্কৃত, এই এক প্রকার রীতি; আর শুদ্ধ চলিত কথার ব্যবহার করিয়া বাঙ্গলা লেখা কর্ত্তব্য, এরূপ যে এক মত আছে; এই দুই প্রকার রীতির কোন রীতিই বেকনে অনুসৃত হয় নাই। গ্রন্থকার, অতি দুরূহ ও সাড়ম্বর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিবার পর ক্ষণেই সহজ সরল ও অতি সাধারণ বঙ্গালা শব্দ সকল অকুতোভয়ে প্রয়োগ করিয়াছেন, ঘোরঘটা করিয়া শাস্ত্রীয় পদাবলীর ছটা বিস্তারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি

অতি অর্ব্বাচীন ও প্রকৃত শব্দবিন্যাস করিতে অণু-মাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহাই বেকনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য অসাধারণ ধর্ম্ম। বাঙ্গালার ভবিষ্যতে এইরূপ রীতি বজায় হইয়া উঠিবেক কি না, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করা ভার। তবে যাঁহারা দুই তিন ভাষা আলোচনা পূর্ব্বক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও শ্রীভ্রংশ সম্পর্কীয় সকল লক্ষণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা কহেন যে যদি বাঙ্গালা কখন বলবৎ হইয়া উঠে, যদি ইংরেজীর প্রতাপে ইহাকে অকাল মৃত্যু আসিয়া না ধরে, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার অত চাটুকার এবং আসল বাঙ্গালার প্রতি অত বিমুখ হইলে চলিবেক না। যাহা হউক, বেকনের রচনা বাঙ্গালা পাঠকদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে কি না, তাহা তাহারাই জানেন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাইকেল মধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত বেকনের রচনারও দু এক জন দুর্দান্ত ও বিজাতীয় পক্ষপাতী বিদ্যমান আছেন।

রামকমলের তৃতীয় গ্রন্থ অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় দর্শনকার জন ইস্-টুয়ার্ট মিল্ প্রণীত ন্যায় দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ দৃষ্টে তিনি বাঙ্গালাতে এক ন্যায় শাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন।

ইহাকে তিনি "আন্বীক্ষিকী" নাম দিয়া গিয়াছেন। ইহার কত দূরই বা মিলের গ্রন্থমূলক, কত দূরই বা তাঁহার নিজ কপোল কল্পিত, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, কারণ অদ্যাপি এই হস্তলিখিত গ্রন্থের পরীক্ষা বা মুদ্রাকরণে কেহ কৃতসংকল্প হয়েন নাই। কিন্তু এই গ্রন্থখানি অসমাপ্ত থাকাতে যারপর নাই আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় হইয়া আছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দুই প্রকার দর্শনশাস্ত্রে তেমন ব্যুৎপন্ন আর এক জন লোক জন্মগ্রহণ করা ক্রমেই দুর্ঘট হইতেছে। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, অনন্যমনা হইয়া গুরূপদেশ সহকারে তিন চারি বৎসর কাল উহার প্রতি বিনিযোগ না করিলে প্রকৃতরূপে উহাকে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইংরাজী শিখিবার পর সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে. এরূপ অধ্যবসায় বাঙ্গালির সম্ভবে না, ফলতঃ উহা এক প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য বলিলেও বলা যায়। যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান সংস্কৃত-বেত্তারা পর্য্যন্ত সংস্কৃত তর্কশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থ সমূহের নিকট স্তব্ধ হইয়া যান, তখন অর্থকরী বিদ্যায় বাইশ তেইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া সেই নীরস সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে মনোনিবেশ

করিতে পারে, ঈদৃশ শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তি অদ্যাপি এতদ্দেশে হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজীতে সহজ সহজ ভাষায় সকল বিষয় পড়িবার অভ্যাস হইলে কঠিন ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য অনেক হ্রাস হয়, সুতরাং যাহা বুঝিতে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা অসার অকিঞ্চিৎকর ও বৃথাবাগজালময় বলিয়া অনাদর জন্মে, এইরূপে ইংরেজী অধ্যেতারা দূর হইতে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রকে দণ্ডবৎ করিতে নিতান্তই বাধ্য হইবেন। রামকমলের পক্ষে সে সংকট দৈববশাৎ উপনীত হইয়াছিল। তিনি অগ্রে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, পরে ইংরেজী দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাষার লালিত্যবিষয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজী দর্শনের যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ, তদ্দ্বারা তাঁহার পাঠলালসা আরো উত্তেজিতই হইয়াছিল। "ঘটত্বাবচ্ছেদক" "সাধ্যাভাব ব্যাপকীভূত" প্রভৃতি কর্ণকঠোর বর্ব্বর পরিভাষা সমস্ত এক বার যিনি গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, হিউমের সুমধুর পদবিন্যাস ও জন্ ইস্টুয়ার্ট মিলের উদার, সরল ও পরিষ্কার রচনার অনুশীলন করিবার সময় তাঁহার এক প্রকার নিরুপম আমোদ বোধ হইয়া থাকিবেক।

এ কারণে তিনি অচিরাৎ ইংরেজী দর্শনের এরূপ মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছিলেন যে, শেষাশেষি অগস্ট্ কণ্ট্ ও মিলের সম্প্রদায়কে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি করিতেন। পূর্ব্ব দেশীয় ও পশ্চিম দেশীয় এই উভয়বিধ দর্শনশাস্ত্র আর কখন এরূপ পরিপাটী-রূপে একাধারে বর্ত্তে নাই. অতএব তাদৃশ লোকের চিন্তাশক্তি দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া দর্শন শাস্ত্র যে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, লোকের এ কৌতূহল এখন কিছুকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে হইল। সেই অমূল্য চমৎকার সুযোগ রামকমলের চিতার উপরেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত কয়েক গ্রন্থ ভিন্ন আর যাহা কিছু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাদৃশ নির্দ্দেশ যোগ্য নহে। "জীবরত্ত" বলিয়া অসমাপ্ত কতিপয় পৃষ্ঠা পুস্তক, "শিক্ষাপদ্ধতি" নামক এক খানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ আর ইংলণ্ডের ইতিহাসের কিয়দংশ এই কয় নাম করিলেই তৎপ্রণীত সকল গ্রন্থের উল্লেখ সাঙ্গ হয়। শেষোক্ত দুই খানি খণ্ডগ্রন্থ অদ্যাপি হস্তলিখিত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

তিন বৎসর কাল এই সকল ব্যাপারের সমাধানে ব্যস্ত থাকিয়া, ইং ১৮৬০ শালের ১১ই জুন

তারিখে রামকমল অকস্মাৎ আত্মহত্যা দ্বারা মানব-লীলা সংবরণ করেন। এই অসম্ভাবিত ব্যাপারের কারণ কি, তদ্বিষয়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গ কেহই কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তবে তাঁহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বন্ধ দু এক ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিয়া বোধ হয় যে, শরীরের রুগ্নাবস্থাই ইহার আদিকারণ। তিনি এক জন অত্যন্ত তেজো-য়ান্ ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। নর্ম্মাল ইস্কুলে যে কাজ করিতেন, তাহার আয় অতি সামান্য ছিল। বিশেষতঃ তাদৃশ বিদ্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে কেবল বাঙ্গালা পড়াইয়া দিনপাত করা এক প্রকার শয্যা-কণ্টকের স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি আপনার পদকে ঘোরতর ঘৃণা করিতেন, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ পদের সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে যাইতেন, সে সকলের প্রতি তাঁহার যার পর নাই হেয়জ্ঞানের উদয় হইত। সেই সকল তুচ্ছ আইন জারী করিয়া কালক্ষয় করা তাঁহার মহাপাতকের মত জ্ঞান হইত। এ কারণ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার তাদৃশ বনিবনাও হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যেরূপ গতিক দাঁড়ায়, তাহাতে ঐ পদ পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে এক মাত্র পরামর্শ ছিল। কিন্তু শরীর যেরূপ জীর্ণ

শীর্ণ, তাহাতে পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকারান্তরে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত। এই সকল ক্লেশকর চিন্তাজালে ব্যাকুলীভূত হইয়াই বোধ হয় তাঁহার বুদ্ধির বিকার ও আত্মহত্যাপথের পথিক হইবার অভিলাষ সঞ্চার হয়। তিনি একবার সেই চেষ্টা করিয়া বিফল প্রয়াস হয়েন, সেই অবধি তাঁহার পরিবারের সকলে তাঁহাকে চোকে চোকে রাখিয়া ছিল। কি এই দুর্বুদ্ধি একবার সঞ্চার হইলে তদাক্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং যদি প্রকৃতিস্থ হন, তাহা হইলেই আত্মহত্যা ব্যবসা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখা যায়, নচেৎ তাঁহার নিজের মনে সেই সংকল্প নিরন্তর জাগরূক হইয়া থাকিলে, সাধ্য কি যে, কেহ চৌকি দিয়া থামাইতে পারে। সুতরাং প্রথম চেষ্টার একমাস পরেই রামকমল পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া আপনার দুরন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। সন্ততির মধ্যে তিনি দুই কন্যা সন্তান রাখিয়া যান, তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটী তাঁহার মৃত্যুর তিন চারি মাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়।

রামকমল দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবর্ণ, সুশ্রী ও গম্ভীর মূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ললাটদেশে

তদীয় বিপুল বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইত। তাঁহার মুখের ভঙ্গী অবলোকন করিলে জ্ঞান হইত যে তিনি অত্যন্ত চিন্তা করিয়া থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তিরা হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে বিষণ্ণ স্বভাব ও নিরানন্দ বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সুললিত সৌহার্দ্দ সূত্রে যাঁহারা কখন বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার অতুল আনন্দ যাঁহারা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অদ্যাপি স্মরণ থাকিবেক যে, তিনি কিরূপ প্রসন্ন প্রফুল্ল পরিহাসরসিক ও অট্টহাসশীল লোক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত সুকুমার ছিল, তিনি আপন পরিবারের সকলের প্রতি এক প্রকার অতি মৃদু স্নেহ বাৎসল্যরসে নিরন্তর আর্দ্র হইয়া থাকিতেন! সে অংশে কোন কিছু ক্ষোভের বিষয় উপস্থিত হইলে বড় অধীর ও কাতর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার হৃদয়ের এই সুকুমারতাগুণ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হয় না। সংসারে তিষ্ঠিতে গেলে সময়ে সময়ে যেরূপ অকুতোভয় অপ্রকম্প্য ও অবিচলিত মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়, পরের কথায় যেরূপ তুচ্ছজ্ঞান, দৈবের দৌরাত্ম্যে যেরূপ তাচ্ছল্য করিয়া চলিতে হয়, তাঁহার স্বভা-

বের মধ্যে তদুপযোগী ধৈর্য্যগুণ ছিল না। তিনি অল্পেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কি মানসিক কি শারীরিক কোনরূপ যন্ত্রণা স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে পারিতেন না, সহজেই কাতরতা প্রদর্শন করিতেন, নিতান্ত নির্ব্বিরোধী লোকের মত থাকিতে ভাল বাসিতেন, লোকে কি ভাবিবে এ বিষয়ে বড় অধিক চিন্তা করিতেন এবং রোগের যন্ত্রণাকে বিজাতীয় ভয় করিতেন। তদীয় স্বভাবনিষ্ঠ এই সকল ধর্ম্মই পরিণামে তাঁহার নিদারুণ মৃত্যু ঘটাইয়াছে। তিনি সংসারের প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিতে সাহসী না হইয়া ভবিষ্যতের এরূপ ভয়াবহ ঘোরতর প্রতিমূর্ত্তি আপন চিত্তপটে অঙ্কিত করিলেন যে, উহার নিকট নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সংসারধাম পরিত্যাগ পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল।

এস্থলে তাঁহার পারমার্থিক বিশ্বাসের কথাও কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। সে বিষয়ে তিনি ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বর বা পরকাল কিছুই মানিতেন না, শুদ্ধ এরূপ নহে, কিন্তু যাহারা মানে, নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীন ও বালিশ বলিয়া তাহাদিগকে অকাতরে অবজ্ঞা করিতেন। ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে অত্যন্তাভাব কহে, তিনি ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ে

সেই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষাশেষি তাঁহার আগস্ট্ কঙ্ট্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালীর প্রতি আস্থা জন্মিয়াছিল, এবং সময়ে সময়ে কহিতেন "যদি মানবজাতির কিছু শুভাশংসা থাকে, তাহা হউলে কঙ্টের উপদেশ হইতেই সেই আশা কদাচিৎ ফলবতী হইবেক।"

তাঁহার অনৈসর্গিক মৃত্যু নিবন্ধন রাজনিয়মানুসারে যখন শবচ্ছেদ করিয়া দেখা হয়, তখন এই জনরব উঠিয়াছিল যে, ছেদকর্ত্তারা তাঁহার মস্তিষ্কের অত্যাশ্চর্য্য সম্পূর্ণতা অবলোকনে বিস্ময়াম্বিত হইয়া ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নাকি কহিয়াছিলেন যে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুসজ্জিত চতুরস্র মস্তিষ্ক এদেশের অতি অল্প লোকেরই দৃষ্ট হয়। এ কথার তথ্যাতথ্য বিষয়ে এই সন্দর্ভের প্রণয়নকর্ত্তা কোনরূপ সাক্ষ্য দিতে পারক নহেন।

বেকন।

উচ্চপদ।

অনেকে উচ্চপদ কামনা করেন কিন্তু উচ্চপদে অসুখ বিস্তর। উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা ও মানের ভয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়, শরীর সময় ও কর্ম্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না. কার্য্যচিন্তাদ্বারা স্বাস্থ্য-ক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে সময়ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক প্রকার মূঢ়ের কর্ম্ম। কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে. তেজস্বী বা নিতান্ত ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নয়। পদপ্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্টতরে পড়ে এবং কত অপমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদান পরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী

প্রমাদ বা স্খলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের চোখ্ পড়ে এবং তাহারা তিল প্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়। ঝটিতি পরিত্যাগ করাও সহজ নয়, উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সম্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্যরূপে থাকিতে ভালবাসে না। সকলে বড় পদ স্পৃহণীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশ মাত্র নাই। তাহারা পরের মুখে অম্ল চাকে এবং আপনাদিগের অন্তরে অনুসন্ধান করিলে দুঃখ বই সুখের হেতু কিছুই দেখিতে পায় না। আপনারা যে দুঃখের ভাগী শীঘ্রই বুঝিতে পারে কিন্তু আপনারা যে দোষের ভাগী তত শীঘ্র বোধ করিতে পারে না। তাহাদিগের চিত্ত কার্য্যচিন্তায় এত কবলিত ও ব্যসক্ত থাকে যে আত্মানুসন্ধান করিবার অবকাশ থাকে না। সকলের কাছে পরিচিত থাকিয়া আপনার কাছে অপরিচিত থাকা এক প্রকার বিপদ সন্দেহ নাই।

বড় পদ হইলে পরের ভাল ও মন্দ দুইই করিবার ক্ষমতা হয় কিন্তু মন্দ করিবার ক্ষমতা থাকা অতি ভয়ানক। শক্তি সত্ত্বে ক্ষমা করা অতি প্রশংসনীয় বটে কিন্তু মনুষ্যের হস্তে মন্দ করিবার শক্তি না থাকাই ভাল। যাহা হউক, ভাল করিবার নিমিত্ত পদ প্রার্থনা করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে, বরং ন্যায্য ও প্রশংসনীয়। অনেকের আশয় অতি সৎ এবং পরের হিতানুষ্ঠানে ঐকান্তিক ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষমতা ও সুযোগ বিরহে সে মনোরথ সিদ্ধ হয় না। পরন্তু উত্তম পদে অধিরূঢ় হইলে অনেক সাধুসঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। শুদ্ধ সদাশয় হইলেই ধার্ম্মিক হওয়া হয় না, সৎকর্ম্মাও হওয়া চাই। উচ্চ পদে থাকিয়া লোকের হিতকর অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে অন্তঃকরণে এক প্রকার স্বসম্বেদ্য সন্তোষের উদয় হয়।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে মহাজনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে এবং এইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে যে, লোকে তোমারও দৃষ্টান্ত এক সময়ে অনুসরণ করে। যাহারা তোমার পদে অপদস্থ হইয়াছে বা অযশ লাভ করিয়াছে তাহাদিগের দৃষ্টান্তও উপেক্ষা করিবে না। মুখে তাহাদিগের দোষ ঘোষণ করিবার

প্রয়োজন নাই ভয়ে, যাহাতে তোমার সে সকল দোষ না ঘটে, কেবল তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। কুরীতি সংশোধনের সময় পরের নিন্দা বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিও না। কোন চিরাগত প্রথা উঠাইতে হইলে দেখিও যেন মন্দের সহিত ভালও উঠিয়া যায় না, প্রথমতঃ ঐ প্রথা কিরূপে, কি উদ্দেশে, কোন্ সময়ে, প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অনুসন্ধান করিবে এবং উহার কোন্ অংশ দূষিত বা বর্ত্তমান সময়ের সহিত সামঞ্জসীভূত হইতেছে না তাহাও বিবেচনা করিবে।

এরূপ নিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, লোকে যেন অগ্রেই বুঝিতে পারে যে কোন উপস্থিত বিষয়ে তুমি কিরূপ আচরণ করিবে। তা বলিয়া নিয়ম রক্ষার্থ নিতান্ত অভিনিবিষ্ট বা উদ্ধত হইও না। অবসর মতে কখন কখন নিয়মের উল্লঙ্ঘনও করিতে হইবে এবং যখন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তখন পরিষ্কাররূপে উল্লঙ্ঘনের আবশ্যকত্ব সমর্থন করিবে।

তোমার পদের ক্ষমতা রক্ষা করিবে, দেখিও যেন উহা তোমায় অধিকারচ্যুত হয় না। কণ্ঠতঃ বিবাদ না করিয়া কার্য্যতঃ ক্ষমতা অগ্রেই গ্রহণ করিবে। অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের ক্ষমতাতেও

হস্তার্পণ করিও না, সকল কাজেই স্বয়ং ব্যস্ত না হইয়া বরং নেতৃত্ব করাই সমধিক মানাস্পদ জানিবে। কার্য্য নির্ব্বাহের সময় কাহারও সাহায্য বা পরামর্শ অবহেলা করিও না স্থির চিত্তে হেয়োপাদেয় বিবেচনা পূর্ব্বক সমুচিত ব্যবহার করিবে।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দেশ করিয়া রাখিবে; হাতের কাজ অগ্রে সমাধান করিবে; উহা নিষ্পন্ন না হইলে অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। তাহা হইলেই সুষ্ঠুরূপে সকল কর্ম্ম সময়ে নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা।

পদস্থ ব্যক্তির প্রধান দোষ উৎকোচ গ্রহণ, শুদ্ধ তোমার ও তোমার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের হস্ত উৎকোচ অদূষিত থাকিলেই হয় না, অর্থীরাও যেন তদ্বিষয়ে কথা কহিতেও সাহসী না হয়। তোমাকে নিজে ত নিরামিষ হইতেই হইবে আর আমিষের উপরে এরূপ বলবৎ দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিবে যেন লোকে তোমাকে সন্দেহ করিতেও না পারে। যদি স্পষ্ট কারণ না দেখাইয়া মত পরিবর্ত্ত কর তাহা হইলে লোকের মনে নানা সন্দেহ উদয় হয় অতএব মত পরিবর্ত্ত করিবার সময় সুব্যক্তরূপে কারণ ব্যক্ত করিবে। যদি কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্য তোমার

অসম্ভব প্রিয়পাত্র হয়, তবে তাহাকে লোকে অপ্রকাশ্য উৎকোচ হরণের দ্বার মনে করে।

কর্কশ হইও না। অনর্থ কার্কশ্য প্রয়োগ পূর্ব্বক লোককে চটাইবার আবশ্যক কি। খর হইলে লোকে ভয় করে বটে কিন্তু কর্কশকে লোকে ঘৃণা করে। তর্জ্জন বা তিরস্কার করিবার সময়েও বিদ্রূপ করা উচিত নয়। আপনার আসনস্থ হইয়া সুহৃজ্জন বা গুরুজনের অনুরোধ রক্ষার্থ ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না। অনুরোধ বা উপরোধ রক্ষার্থ কর্ত্তব্য অব হেলন, উৎকোচ হরণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ। সকলের কিছু উৎকোচ দিবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু কোন প্রকার অঙ্গাঙ্গিভাব অনুসন্ধান পূর্ব্বক উপরোধ জুটাইয়া আনা অতি সহজ সুতরাং এরূপ পক্ষপাতী ব্যক্তির সর্ব্বদাই অপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। একটী প্রাচীন গাথা আছে "পদস্থ হইলে লোকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন সজ্জন বা দুর্জ্জন অনায়াসেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে"।

পদস্থ হইয়া অনেকের নানা দোষ সংশোধিত হইতে দেখা যায়। মান ও সম্ভ্রম লাভানন্তর কুপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করা অসংশয়িত অর্হতা ও সুপাত্রতার লক্ষণ। যদি দলাদলি থাকে তবে

উচ্চপদ হস্তগত করিবার সময় কোন দলে প্রবিষ্ট হইলে তত হানি নাই কিন্তু হস্তগত হইলেই একেবারে সব দলে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে, তখন দল বিশেষে পক্ষপাত করা অতি অন্যায়। তোমার পদে যাঁহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদিগের দোষ ঘোষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিও না; তাহা হইলে পদচ্যুত হইলে তোমার বেলা লোকে উহার শোধ তুলিবে। বরং নব নব কৃতির প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার গুণ সকল বিস্তারিত করিবার চেষ্টা পাও। সহকারী ব্যক্তিদিগের আদর অপেক্ষা করিবে, মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তাহাদিগের যে সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে অধিকার নাই তাহারা সে সকল বিষয়ে অভ্যন্তরীকৃত হইলে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইবে। অর্থিগণের নিকট বা সুহৃদ্গোষ্ঠীতে সবিশ্রম্ভ সংলাপের সময় তোমার পদের গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখিও না কিন্তু আসনে বসিয়া যেন সেনও এইরূপ ভাণ করিবে।

ব্যয়।

ধন, শুদ্ধ মান ও সৎ কর্ম্মে ব্যয়ের নিমিত্ত, ধনে আর কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব ধর্ম্ম কর্ম্মে বিত্তশাঠ্য করা অতি গর্হিত। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্ব্বস্ব ব্যয় করাও দূষণীয় নহে কিন্তু সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। এখন উদার ও মুক্ত-হস্ত হইলে পরিণামে রিক্তহস্ত হইতে হইবে। আর ইহাও সাবধান থাকা উচিত যেন উপজীবিগণ কোন-রূপে না ঠকাইতে পারে। বাহিরে এরূপে সম্ভ্রম রক্ষা করিবে যে, লোকে যত মনে করে তদপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়। যদি শুদ্ধ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইলেই পরিতুষ্ট হও তবে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিবে, আর যদি সম্পন্ন হইতে চাও তবে তৃতীয়াংশ মাত্র। হাজার বড় হইলেও আপনার বিষয় আপনি পর্য্যবেক্ষণ করা কখন ক্ষুদ্রতার কর্ম্ম নহে। পাছে ভগ্ন দশা দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হয় বলিয়া অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপেক্ষা করেন কিন্তু তাহা হইলে উত্তরোত্তর আরো ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিকারস্থান না দেখিলে কিরূপে প্রতীকারের আরম্ভ

হইতে পারে। যাঁহারা স্বয়ং বিষয় রক্ষা না করেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত করিবার সময় বাছিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা পরিবর্ত্ত করিতে হয়, নতুবা পুরাতন কর্ম্মকর্ত্তারা কিছু দিনের পর প্রভুর রাশি বুঝিয়া লয় এবং ক্রমে ভয়ভাঙ্গা হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করিতে ত্রুটী করে না।

যদি আহারের পারিপাট্য বিষয়ে প্রভূত ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি ভদ্রাসনের অনেক আড়ম্বর প্রকাশ কর, তবে যান বিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে হইবে। নতুবা একেবারে চারি দিকে মুক্তহস্ত হইলে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা।

যদি ঋণ থাকে ক্রমে পরিশোধ কর, একেবারে আনৃণ্য গ্রহণার্থ সহসা বিষয় বিক্রয় করিলে উচিৎ মূল্য হইবে না, অবশ্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমে পরিশোধনের আর এক গুণ এই যে মিতব্যয়িতা অভ্যাস হইয়া আইসে। কিন্তু একবারে শুধিয়া ফেলিলে আবার অপ্রতুল ও আবার ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

যাঁহাকে বিষয় ঋণমুক্ত করিতে হইবে, তাঁহার

অতি অল্প ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া নিন্দনীয় নহে। নিতান্ত অল্প হইলেও ব্যয় বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। অল্প আয়ের নিমিত্ত ব্যস্ত হওয়া ক্ষুদ্রের কর্ম্ম বটে কিন্তু অল্প ব্যয়ে বিমুখ হওয়া কখনই তাদৃশ দূষণীয় নহে। নিত্য কর্ম্মে ব্যয় বাহুল্য করিতে হইলে সবিশেষ বিবেচনা করিবে কিন্তু নৈমিত্তিক কর্ম্মে স্থূললক্ষ্য হইলে হানি নাই, বরং কার্পণ্য প্রকাশ করিলে অসম্ভ্রম ও নিন্দা হয়। অতুল ঐশ্বর্য্য নিতান্ত আবশ্যক নহে, বিতরণ ভিন্ন উহার আর কিছু প্রয়োজন নাই, প্রত্যুত উহার রক্ষণার্থ সর্ব্বদাই খেদপ্রাপ্ত হইতে হয় এবং অনেক গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ থাকে না। যাহা এত অপর্য্যাপ্ত যে কখনই এক জনের ভোগে আসিতে পারে না, তাহার অধিকারী বলিয়া অভিমান করা এক প্রকার অজ্ঞানের কর্ম্ম। অপদার্থ ধন রক্ষা করিবে শাস্ত্রে আছে বটে এবং মনুষ্যজাতির পদে পদে এত বিপদ যে, উত্তরকালের সংস্থান রাখিয়া চলা আবশ্যক বটে, সত্য, কিন্তু ধনের নিমিত্ত অধিকাংশ লোক বিপদে পতিত বা বিপদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সন্দেহ স্থল।

অভিমান প্রকাশ বা জাঁকজমকের নিমিত্ত

ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিও না। যাহা ন্যায়তঃ অর্জ্জন করিবে, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিবে এবং ব্যয় ও বিতরণ করিতে কাতর হইবে না। সাংসারিক ব্যক্তির ধনে একবারে অলম্বুদ্ধি করাও উচিত নহে, আপনার ও অন্যের উপকারার্থে সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে। সত্বর সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না, তাহা হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। ধর্ম্ম বাঁচাইয়া হঠাৎ বড়মানুষ হইতে প্রায় দেখা যায় নাই।

মিতব্যয়িতা সম্পন্ন হইবার প্রধান উপায়। কিন্তু উহাও নিতান্ত নির্দ্দোষ নহে, উহাতে দান ধর্ম্ম রহিত, এবং দীন ও অনাথ ব্যক্তিদিগের আশা ভঙ্গ করিতে হয়। কৃষি কর্ম্মে অনেকে সম্পন্ন হয়েন। বসুমাতা প্রসন্ন হইয়া যাহার প্রতি শুভ-দৃষ্টি করেন, সে অতি ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। এরূপে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে অধর্ম্ম বা অন্যায়ের লেশ নাই, বাস্তবিকও অধিক মূলধন লইয়া কৃষি কর্ম্ম করিলে অতিশয় লাভ হয়।

বাণিজ্যে বিত্তোপার্জ্জন করাও দূষণীয় নহে। সকলের সহিত সাধু ব্যবহার ও পরিশ্রম করিতে পারিলেই বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হয়। কিন্তু

একচেটীয়া করিয়া আপনি সর্ব্বগ্রাস করা অতি অন্যায়। সম্ভূয়সমুত্থানেও অনেকে বিলক্ষণ লাভ করে। যদি সমুত্থায়ীরা সকলে সাধু হন ও পরস্পর বঞ্চনা না করেন, তবে উক্তরূপ ব্যবসা মন্দ নহে। কুসীদ ব্যবহারে কোন বিঘ্ন নাই, ইহাতে অর্থ প্রয়োগ করিতে কোন সংশয়ে আরোহণ করিতে হয় না, কিন্তু উহাতে আয় অতি অল্প।

কোন বিষয়ে অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিলে অতি শীঘ্র ভাগ্যবন্ত হইবার সম্ভাবনা। এক ব্যক্তি কানেরি দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্ব প্রথম ইক্ষু রোপণ করিয়া অচিরাৎ অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ফলতঃ উত্তমরূপে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত অবসরে কোন বিষয়ে অভিনব কৌশল উন্নয়ন করিতে পারিলে নিতান্ত নিঃস্বম্বল ব্যক্তিও অচিরাৎ ভাগ্যধর বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন। যে ব্যবসাতে নিঃসংশয় লাভ হয়, তাহাতে কখন অধিক লাভ হয় না, আর যাহাতে অধিক লাভের সম্ভাবনা, তথায় একবারে সর্ব্বনাশেরও সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে লোক্‌সান হইলেও মূলেহাবাৎ হইতেহয় না এবং অন্যবারের লাভ দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারে, এপ্রকার ব্যবসা অবলম্বন করা উচিত।

যাহা এক্ষণে সুলভ, কিন্তু কিছু দিন পরেই দুর্মূল্য ও অক্রেয় হইবে, বিবেচনা পূর্ব্বক এরূপ দ্রব্য কিনিয়া রাখিলে বিলক্ষণ লাভ হয়।

রাজসেবায়ও অনেকে সম্পন্ন হয় বটে; কিন্তু স্তব চাটুবচন দ্বারা পরের মন যোগাইয়া তদীয় প্রসাদ প্রার্থনা করা কোন রূপেই তেজীয়ানের কর্ম্ম নহে। সৎপথে থাকিয়া সেব্যজনের সন্তোষ জন্মান সহজ নহে। মরণকালীন সংবিভাগের প্রত্যাশা করিয়া অনেকে অন্যের অনুবৃত্তি করে। এরূপ লোক ততোধিক নীচ, সন্দেহ নাই। সর্ব্বথা, পরভাগোপজীবী ও পরপ্রত্যাশাপন্ন হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা মনস্বিজনের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর।

যাহারা মুখে অর্থে অলম্বুদ্ধি প্রকাশ করে, তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিও না। তাহারা অর্থের নিমিত্ত অনেকবার বিফলপ্রয়াস হইয়া পরিশেষে একপ্রকার নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছে, সুতরাং একবারে উহার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ রূপে আপনাদিগকে প্রবোধ দেয়।

কোন বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিও না, ব্যয় করিতে কাতর হইও না ধন চিরস্থায়ী নহে, ধনের অনেক

শত্রু আছে। কখন কখন আপনিও উহা উবিয়া যায়। যতক্ষণ আছে, দান ভোগ দ্বারা সার্থক করিয়া লও। মরিবার সময় ধন সঙ্গে যাইবে না, হয় একজন দায়াদ লইবে, নয় সাধারণের হিতার্থ কোন অনুষ্ঠানে বিনিযুক্ত হইবে। দায়াদের বয়স যদি অল্প হয় এবং বিবেকশক্তি সম্যক্ উন্মিষিত না থাকে, তবে কতিপয় ধূর্ত্ত বিট তাহার সহিত জুটিয়া লুঠিয়া খাইবে। আর যদি অন্তিমকালে সাধারণের হিতার্থঅনুষ্ঠানে বিনিয়োগ করিয়া যাও, তাহা হইলেও মনে করিও না যে, উহার সদ্গতি হইল। তোমার অবিদ্যমানে উক্তরূপ অনুষ্ঠানের কখনই সমুচিত তত্ত্বাবধান হইবে না, উহা কিছুদিন পরেই কেবল কতিপয় গৃধ্রূপী পামরদিগের আমিষস্বরূপ হইয়া উঠিবেক।

ভব্যতা ও শিষ্টাচার।

অভব্যকে কেহই আদর করে না। হাজার গুণ থাকিলেও অভব্য ব্যক্তি লোকের নিকট নিন্দনীয় হয়। ভব্যতার যেরূপ শৈলী লোক সমাজে পরিগৃহীত আছে, ব্যবহারের সময় তাহা সর্ব্বতো·

অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা কখনই লোকানুরাগ লাভ করিতে পারা যায় না। অসাধারণ অবদান দ্বারা প্রশংসা লাভ করা সকলের কৃতসাধ্য নহে এবং উহার অবসরও সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না; কিন্তু অভিবাদন, শিরঃকম্প, হস্তস্পর্শ, সপ্রণয় আমন্ত্রণ ও অনাময়জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের চিত্ত আবর্জ্জন করা অতি সহজ ও সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। ঐ সকল বিষয়ে অবহেলা করিলে লোকসংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। অসাধারণগুণসম্পন্ন ব্যক্তির ভব্য সমুদাচার বিষয়ে ত্রুটি হইলে লোকে ধর্ত্তব্য করে না বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সেরূপ নহে। শিক্ষকের নিকট বা পুস্তকে পড়িয়া এরূপ শিষ্টাচার শিখিতে হয় না। শুদ্ধ কিঞ্চিৎ অবধান পূর্ব্বক লোকব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হয়। যদি শিষ্টদিগের সহিত সংসর্গ ও লোকের মন প্রীত করিবার অভিলাষ থাকে, তবে নিসর্গতই ঐ সকল আচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। তুমি শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করিলে তোমার প্রতি কেহই শিষ্টাচার করিবে না; তাহা হইলেই তোমার মানহানি হইবে। বিশেষতঃ অভ্যাগত ও বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তিদিগের প্রতি কোনরূপ ঔচিত্যেরই ত্রুটি করিও না। তা বলিয়া তাহাদিগকে একবারে

আকাশে তোলাও নির্ব্বোধের কর্ম্ম। এরূপ ব্যক্তিকে লোকে স্তাবক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া অবিশ্বাস করে।

অনেকে অতি তুচ্ছ সমুদাচার বিষয়ে এরূপ বৈদগ্ধ্য প্রকাশ করে, যে হঠাৎ লোকের মন আর্দ্র হয়। যাহাদিগের সহিত অনিয়ন্ত্রণ প্রণয়, তাঁহাদিগেরও গৌরবরক্ষা পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিবে, অনুজীবিজনের প্রতি স্নিগ্ধ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে, গুণবিশেষে আদরবিশেষ প্রদর্শন করিবে। সকলকেই অতিরিক্তরূপে অত্যাদর করা মৃদুতা ও মূঢ়তার কর্ম্ম। পরের চিত্তরঞ্জনের সময় আপনারও মানসম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। পরমত বহুমত করিতে হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষণ নিবেশ করিবে। কাহারও পরামর্শ অনুসরণ করিতে হইলে নিজোক্তি দ্বারাও উহার যৌক্তিকতা সমর্থন করিবে। আবার সমুদাচার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাও দূষণীয় ও তুচ্ছ। শিষ্টতার অনুরোধে আসল কর্ম্মের ব্যাঘাত করা মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র। যেখানে শিষ্টতা রক্ষা করিলে নিজের ও অন্যের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তথায় শিষ্ট ব্যবহার করা অশিষ্টের কর্ম্ম।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত নাই, আপনিই বুঝিয়া লইয়া চলিতে হয়। সকলের ধাতু সমান নহে, এক প্রকার আচার সকলের সহ্য হয় না, সুতরাং কিরূপ আচার করিলে শরীর সুস্থ বা অসুস্থ হয়, ইহা অনেক স্থলে আপনাকেই অনুভব করিয়া লইতে হয়। যেরূপ আচার তোমার ধাতুতে সহিলনা দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। কিন্তু এক্ষণে কিছু অনিষ্টকর হইতেছে না বলিয়া তোমার পক্ষে পথ্য মনে করিও না। যৌবনাবস্থায় রক্ত সতেজ থাকে, তখন কোন অত্যাচারের ফল হঠাৎ টের পাওয়া যায় না, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় রক্তের জোর কমিলে সেই অত্যাচারের ফল স্বরূপ একেবারে নানারোগে ধরে। আহারের বিষয়ে অকস্মাৎ পরিবর্ত্ত করিও না। যদি কখন এরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে অন্যান্য বিষয়েও অনুরূপ পরিবর্ত্ত দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে।

আহার নিদ্রা শ্রম প্রভৃতির বর্ত্তমান ব্যবস্থানিবন্ধন যদি কোন অসুবিধা বোধ হয়, তবে অল্পে অল্পে তাহা পরিবর্ত্ত কর। আবার পরিবর্ত্ত নিবন্ধন যদি অসুখ হয়, তবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিবে। তোমার ধাতুতে কি সহ্য বা অসহ্য হয়, তুমি ভিন্ন অন্যের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ব্যায়াম আহার ও নিদ্রার সময় প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকা অতি আবশ্যক। উৎকট ভয়, উদ্বেগ, দ্বেষ, অসূয়া, ক্রোধ, দৌর্ম্মনস্য, চিন্তা, অতিশয়োল্লাস ও অনিবেদিত আধি, প্রযত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিবে। এক প্রকার আমোদে ব্যসনী হইও না। বিবিধ কলা, চিত্র, ইতিবৃত্ত ও উপাখ্যান প্রভৃতি সাত্বিক আমোদ দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল রাখিবে। যে সকল উদাত্ত বিষয় পর্য্যালোচনে মন বিকসিত ও বিস্ফারিত এবং চমৎকাররস উচ্ছলিত হয়, তাহাতে মনোনিবেশ করিবে। একেবারেই ঔষধ পরিবর্জ্জন করিও না, তাহা হইলে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও ঔষধ খাটিবে না। আবার চিরকাল ঔষধ খাওয়া অভ্যাস করিলে পীড়ার সময় ঔষধে কিছু ফলোদয় হইবে না। ঔষধ সেবনের অভ্যাস না রাখিয়া আহারের ব্যবস্থা বিষয়ে সবিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

পথ্যাশনে প্রাচীন রোগের যেরূপ উপশম হয়, ঔষধে সেরূপ নয়।

শরীরে কোন আকস্মিক বৈগুণ্য দেখিলে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, তদ্বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির মত অনুসন্ধান করিবে। পীড়ার সময় শুদ্ধ আরোগ্য লাভই পরমার্থ মনে করিবে, তখন ক্ষণিক সুখানুরোধে অপথ্য বিষয়ে লোভ করিও না। সুস্থ দশায় শ্রমে বিমুখ হইও না। শরীর কষ্টসহ হইলে কোন রোগই কাবু করিতে পারে না।

স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবে, কিন্তু রাত্রি জাগরণেরও অভ্যাস রাখিবে। পর্যাপ্ত ভোজন করিবে, কিন্তু লঙ্ঘনেও কাতর হইবে না। প্রতিদিনই শ্রম করিবে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিরামেরও অভ্যাস রাখিবে। এইরূপ দ্বন্দ্ব আচরণই আয়ুষ্য ও স্বাস্থ্যকর। অনেক চিকিৎসক আরোগ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ রোগীর রুচি অনুবৃত্তি করে। আবার কেহ কেহ রোগীর ধাতু ও প্রকৃতি বিশেষের অনুরোধে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির রেখামাত্রও অতিক্রম করে না। উভয়েই নিন্দনীয় ও অকর্ম্মণ্য। একজন মধ্যবৃত্তি চিকিৎসক বাছিয়া লও। যদি এক জন না মিলে তবে দুই প্রকার দুই জন মনোনীত কর। চিকিৎসক মনো-

নীত করিবার সময় হাতযশের গৌরব করিও না। তোমার ধাতু বিশেষ বুঝিতে অসমর্থ হইলে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও কিছু করিতে পারিবেন না।

যৌবন ও জরা।

দুই একজন অতি নবীন বয়সেও প্রাচীনের মত প্রবীণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু সচরাচর বয়সের পরিপাক না হইলে জ্ঞানের পরিপাক হয় না। যতই বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই বহুদর্শিতা সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে, নানা বিষয় ঠেকিয়া শিখিতে হয়, এবং ক্রমশঃ বিষয়-বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরিপক্ব হয়। পরন্তু নব্য বয়সে ভাবনা শক্তি অধিকতর প্রবল থাকে, তন্নিমিত্ত তৎকালে স্থবিরাবস্থাপেক্ষা অভিনবনির্ম্মাণে সমধিক পটুতা প্রকাশ করিতে পারা যায়। যাঁহাদিগের মন নিসর্গতঃ অতি উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগবাসনা বলবতী থাকে, তাঁহারা যৌবনের অবধি উত্তীর্ণ না হইলে কোন রূপ মহৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়েন না। যখন নির্ভর ও নিরন্তর ভোগানন্তর এক প্রকার সৌহিত্য হয়, ক্রমশঃ বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইয়া আইসে, তখন মানস্পৃহা বলবতী হইয়া তাদৃশ ব্যক্তিকে যশস্য

কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। আবার যাঁহারা স্বভাবতঃ শান্ত ও সুধীর, তাঁহারা অনতিপ্রৌঢ় বয়সেই নানা গুরুতর বিষয়ের ধুরন্ধর বলিয়া লোকসমাজে গণনীয় হয়েন। যদি প্রাচীন বয়সে নবীনের মত ওজস্বিতা ও কল্পনাশক্তি থাকে তবে ত রত্নকাঞ্চন সমাগম হয়। ঈদৃশ এক ব্যক্তি দ্বারাই রাজ্যের অনেক গুরুতর অধিকার সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

নব্যেরা বিবেচনা অপেক্ষা কল্পনাতেই অধিকতর তৎপর দৃষ্ট হইয়া থাকেন, মন্ত্রশক্তি অপেক্ষা উৎসাহ-শক্তি বিষয়েই যোগ্যতর সহায় হয়েন, চিরাগত সরণি অপেক্ষা অপ্রহত পথেই নিপুণতর নেতৃত্ব প্রকাশ করেন। প্রাচীনেরা প্রাচীন রীতির বহির্ভূত অথচ বিলম্বাসহ কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, একবারে প্রতিভাশূন্য হইয়া যান; পরন্তু নব্যেরা দ্বিগুণতর উৎসাহ সহকারে ও অক্লেশে সে সকল বিষয় উদ্ধার করিতে পারেন। প্রাচীনদিগের দোষ এই যে, তাঁহারা ক্ষিপ্রকারী নহেন, অতি অল্প কর্ম্ম করিতে তাঁহাদিগের অনেক সময় লাগে, সুতরাং তাঁহাদি-গের দোষে শুদ্ধ সময়নাশ মাত্র ক্ষতি হয়। কিন্তু অর্ব্বাচীনেরা রাভসিক ও অবিমৃষ্যকারী, অতএব তাঁহাদিগের দোষে সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

অর্ব্বাচীনেরা প্রৌঢ়ি পূর্ব্বক অসাধ্য সাধনে ব্যবসিত হন, একবারে নানা বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া শেষ রক্ষা করিতে পারেন না, একবারেই আকাশে উঠিতে চান, ক্রম বা কালক্ষেপ সহিতে পারেন না, না বুঝিয়া নিজ মত চালাইতে ব্যগ্র হন, নিজ রুচি মাত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া যুগপৎ বহু বিষয়ে পরিবর্ত্ত ও মূলোচ্ছেদ পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটি করেন না, অকাণ্ডে প্রচণ্ডতা প্রকাশ করেন। যাহা সূচাগ্রে নির্ব্বাহ হয় তথায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং পরিশেষে প্রমাদ উপস্থিত হইলেও প্রমাদ স্বীকার করেন না। আবার প্রাচীনেরা সব বিষয়েই আপত্তি করেন, পরামর্শেই বর্ষ ক্ষয় করেন, কিছুতেই সাহস করেন না, কিঞ্চিৎ বিঘ্ন দেখিয়াই দমিয়া যান এবং স্বল্পসিদ্ধি লাভেই অনল্পসন্তোষ কল্পনা করেন। পরন্তু এই উভয়বিধ ব্যক্তির একত্র সমাগম সম্পন্ন হইলে রাজ্যতন্ত্র সুবিহিত রূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে সংসর্গ-নিবন্ধন পরস্পর দোষ সংশোধন হইতে পারে। নব্যেরা প্রবীণদিগের কার্য্য দেখিয়া উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন এবং উত্তরকালে তাঁহাদি-গের অবিদ্যমান দশায় তত্তদধিকার সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

প্রাচীনবয়স অপেক্ষা নব্যাবস্থায় সুনীতি বিষয়ে গাঢ়তর অনুরাগ দেখা যায়। নিজে অমায়িক ও সাত্বিক বলিয়া নব্যেরা সংসার শুদ্ধ লোককেই তাদৃশ বোধ করেন। সংসার যেন তাঁহাদিগের বিচিত্র গন্ধর্ব্ব-নগরী বোধ হয় এবং দয়া ধর্ম্ম ও চারিত্র রক্ষা পূর্ব্বক অন্যোন্য সুখবর্দ্ধন করিতে শুদ্ধ যেন আলস্য ত্যাগ করিলেই হয়, কিন্তু যতই জীবিত পথে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই মানব প্রকৃতি বিষয়ে গাঢ়তর ও নিঃসংশয়তর জ্ঞান উপার্জ্জিত হইতে থাকে, এবং ততই সংসার, বঞ্চনা কৃতঘ্নতা বিশ্বাস-ভঙ্গ প্রভৃতি কলুষ-জাল দ্বারা অনির্ম্মোচ্যরূপে জড়িত বোধ হয়, তখন অবিদ্যা বিলীন হইয়া স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, চক্ষু উন্মীলিত হয়, পাপরূপ অপদেবতার প্রকটমূর্ত্তি স্পষ্ট প্রতিভাসিত হয় এবং কখন কখন তদীয় বীভৎস বিগ্রহের পুরোভাগে চারিত্র ও লজ্জা উপহার দিতেও লজ্জা বোধ হয় না।

পর্য্যটন।

দেশ-পর্য্যটনে নানা জাতির আচার ব্যবহার দেখিয়া অনেক বিষয়ে বিজ্ঞতা জন্মে এবং বিজ্ঞদিগেরও অনেক কুসংস্কার দূরীকৃত হইয়া, বিজ্ঞতা সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হয়। যে দেশে পর্য্যটন করিবে অগ্রে তাহার ভাষা শিক্ষা করা উচিত, নতুবা দেশ-পর্য্যটনে কোন উপকার হয় না। যুবকদিগের বিদেশে যাইবার সময় একজন অভিজ্ঞ সার্থ সমভিব্যাহারে লইলে অনেক সুবিধা হয়, ঐ ব্যক্তি দ্রষ্টব্য দেখাইবে, সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবে এবং তত্রত্য কিরূপ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে হয়, তাহাও নির্দ্দেশ করিবে, নতুবা তাহারা কিছুই দেখিতে বা শিখিতে সমর্থ হইবে না। যাহা দেখা যায়, একখানি রোজনামাতে প্রতিদিন তাহার বিবরণ লেখা উচিত।

বিদেশে যাইয়া তথাকার রাজসদন, ধর্ম্মাধিকরণ, যাজকমণ্ডলী, কীর্ত্তিস্তম্ভ, গুপ্তিকৌশল, ঘট্ট, পৌরাণিক বস্তু, বিনাশাবশেষ, পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, বাদভূমি, উপদেশস্থান, নাবী, উপবন, বিনোদস্থান,

আয়ুধাগার, আপণ, পণ্যশালা, ব্যায়ামভূমি, আয়ুধা-ভ্যাসস্থান, নাট্যশালা, রত্নাগার, চিত্রশালা প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়া উচিত। বিবাহ-উৎসব, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, বধদণ্ড প্রভৃতি বিষয়েরও রীতি নীতি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ভাষাজ্ঞান ও একজন অভিজ্ঞ আদেশক ব্যক্তির উপদেশ ও রোজনামা লেখা এই ত্রিবিধ উপায় সহকারে পর্য্যটন করিলে উল্লিখিত বিষয় সকলে বিশিষ্টজ্ঞান জন্মে ও বিলক্ষণ লোকজ্ঞতা হয়। এক স্থানে বা এক নগরে অধিক দিন অতিবাহন করা উচিত নয়। দেখিবার দেখিয়া, জানিবার জানিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। এক নগরে থাকিতে হইলেও সর্ব্বদা বাসা নড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় থাকা উচিত। স্থানান্তরে যাইতে হইলে তত্রত্য কোন গণনীয় ব্যক্তির নামে একখানি চিঠির সংস্থান করা আবশ্যক, যাহাতে তথায় উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত বিষয় সকল দেখিবার সুবিধা হয়। যদি একদেশে থাকিয়া তত্রাগত বৈদেশিক দূতগণের সহিত আলাপ পরিচয় হয়,তবে ত সোণায় সোহাগা হয়। এক দেশে গিয়াই নানা দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁহারা তথাকার বড়

লোক বলিয়া দেশ-বিদেশ-বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের সহিত সবিশেষ পরিচয় রাখিবে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের যেমন নাম তদনুরূপ চরিত কি না বুঝিতে পারিবে।

বিদেশে থাকিয়া তত্রত্য কোন দলাদলি কলহে জড়িত হইও না। রুক্ষ কলহপ্রিয় লোকদিগের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবে। দেশে আসিয়া বৈদেশিক বন্ধুগণকে একেবারে বিস্মৃত হইও না, মধ্যে মধ্যে লেখালেখি দ্বারা পরিচয় রক্ষা করিবে। বৈদেশিক ভাষা বা বেশ গ্রহণ করিয়া দাম্ভিকতা করিও না। লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ অসম্ভব গল্প করিও না। দেশ-ভ্রমণের মুখ্য প্রয়োজন এই যে বৈদেশিক রীতি নীতির সহিত তুলনা করিয়া স্বদে-শীয় রীতি নীতি সংশোধনে সমর্থ হইবে।

অসূয়া—মাৎসর্য্য।

গুণহীন ব্যক্তি পরকে গুণবান্ দেখিলে অসূয়া করে। লোকে হয় আপনার ভাল, নয় পরের মন্দ দেখিতে ভাল বাসে। যাহাদিগের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, পরের ভাল দেখিলে তাহা-

দিগের চোখ টাটিয়া উঠে, এনিমিত্ত তাহারা পরের প্রাধান্য লোপার্থ অসূয়া করে। যাহাদিগের আত্ম-চিন্তা নাই, শুদ্ধ পরসংক্রান্ত তাবদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে অত্যন্ত কুতূহল, তাহাদিগকে অসূয়ুস্বভাব জানিবে। যাহাদিগের প্রাধান্য কুলক্রমাগত, তাহারা একজন কুলমর্য্যাদাশূন্য প্রাকৃত ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিলে অসূয়া করে। যেমন পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অভিমুখে প্রধাবিত হইলে স্থৈর্য্যদশায় পুরঃস্থ ব্যক্তির পরাচীনতা বোধ হয়, সেরূপ তাহারা অন্যের উদয় দেখিলে আপনা-দিগের ক্ষয় মনে করে। বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ কঞ্চুকী ও জারজেরা প্রায় অসূয়ুস্বভাব হইয়া থাকে, কেন না তাহাদিগের নিজের অবস্থা সংশোধনের কোন উপায় নাই, পরকে খাট না করিলে তাহাদিগের আত্মাদর চরিতার্থ হয় না।

যাহারা অনেক কষ্টে ও কুসৃষ্টিকল্পনায় অভ্যু-দয়ে উপনীত হইয়াছে তাহারাও প্রায় অসূয়ু হয়; অন্যের অক্লেশার্জ্জিত সম্পত্তি দেখিতে পারে না এবং পরকে স্বানুভূত ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিলে মনে মনে সন্তুষ্ট হয়। [illegible] যাহারা নানা বিষয়ে অতিশয় লাভ করিতে চায়, তাহারাও অসূয়া-ন্বিত হয়, কেন না একবারে নানাবিজ্ঞান আয়ত্ত

করিতে গেলে কোনটাই সুশিক্ষিত হয় না, শুদ্ধ পল্লবগ্রাহিতা মাত্র জন্মে এবং একৈক বিষয়ে অনেক ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূনতা থাকে, সুতরাং তাহাদিগের জিগীষা কখনই সম্যক্ চরিতার্থ হয় না। সম্রাট এড্রিয়ানের চরিত্র এইরূপ ছিল। তাঁহার কবিত্ব চিত্রকর্ম্ম ও স্থপতি বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভার্থ বলবতী স্পৃহা ছিল, সুতরাং ঐ সকল ব্যবসায়ীদিগকে তিনি অত্যন্ত অসূয়া করিতেন। সচরাচর দায়াদ, সহাধ্যায়ী ও সহকর্ম্মচারিদিগের পদোন্নতি দেখিলে অসূয়া হয়, কেন না উহাতে আপনার ন্যূনতা সর্ব্বক্ষণই অপনার ও অন্যের নিকট নিবেদিত হয়, এবং দশ জনে ন্যূনতা জানিতে পারিলে অসূয়া দ্বিগুণতর হইয়া উঠে জ্ঞাতিবিরোধের প্রধান বীজ এই।

অসূয়িতাদিগের স্বভাব বর্ণিত হইল এক্ষণে কোন্ কোন্ স্থলে অসূয়ার কিরূপ তারতম্য হয়, নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

অতি সুপাত্র ব্যক্তির পদোন্নতি দেখিলে লোকে তত অসূয়া করে না, মহামূল্য মণি মস্তকস্থ দেখিলে কে মাৎসর্য্য প্রকাশ করে? আবার তুলনা ব্যতীত অসূয়া জন্মে না, এ নিমিত্ত সমকক্ষ ব্যক্তিরাই অসূয়াস্পদ হয়। যে স্থলে দূরবৈষম্য প্রযুক্ত তারতম্য

জ্ঞানই হইয়া উঠেনা, তথায় অসূয়া দৃষ্ট হয় না, নরপতির শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অন্য নরপতি ব্যতীত পৌরলোকের কখনই অসূয়োদয় হয় না।

আবার এরূপও দেখা যায় যে এক জন অযোগ্য ব্যক্তির সহসোন্নতি দেখিলে লোকে আপাততঃ তাহাকে অসূয়া করে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তাহাকে কপালে পুরুষ বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়, পরন্তু এক জন কৃতি ও অহর্ত্তম ব্যক্তি একভাবে ও অবিচ্ছিন্নরূপে অভ্যুদয়ান্বিত হইলে লোকের অক্ষিশূল ও অসূয়াভাজন হইয়া থাকেন, লোকে তখন এক জন অর্ব্বাচীন ও নব্যের প্রতি গুণাধিক পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাচীনের অবজ্ঞা করে।

ক্রমশঃ ও শনৈঃ শনৈঃ লাভ অপেক্ষা একবারে সহসোন্নতি সমধিক অসূয়াবহ হয়, কেন না শেষ স্থলে লোকে হঠাৎ নিজ ন্যূনতা অনুভব পূর্ব্বক সমধিক বেদনা বোধ করে; কিন্তু পূর্ব্ব স্থলে ক্রমোপচিত অঙ্গভারবৎ উক্তরূপ উন্নতি লোকের সহ্য হইয়া আইসে, বড় কষ্টদায়ক হয় না। যাহারা অনেক দুঃখের পর বড় পদ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে লোকে বড় অসূয়া করে না, কেননা তাহাদিগের প্রতি লোকের অনুকম্পা হয় এবং অনুকম্পা অসূয়া

রোগের মহৌষধ স্বরূপ, এনিমিত্ত সুবুদ্ধিরা উচ্চপদারূঢ় হইলে লোকের অসূয়া পরিহারার্থ সর্ব্বদাই কার্য্য-খেদ নিবেদন করেন।

অভ্যুদয়ের সময় সাটোপ বচনে লোকের উপর প্রভুতা প্রকাশ করিলে বা আড়ম্বর সহকারে আত্মশ্লাঘা করিলে অসূয়াভাজন হইতে হয়, এনিমিত্ত বিজ্ঞেরা কখন কখন অতি সামান্য ব্যক্তিদিগের নিকট তুচ্ছ বিষয়ে পরিভব স্বীকার দ্বারা নিজ লাঘব ভাণ পূর্ব্বক তাহাদিগের গৌরব রক্ষা করেন। তাহাতে লোকে বিষয় বিশেষে তদীয় ন্যূনতা দেখিয়া কিছু সন্তুষ্ট থাকে এবং তত অসূয়া করে না। আবার কখন কখন এরূপও দেখা যায়, কিঞ্চিৎ সাহঙ্কার বচনে নিজ গুণের গৌরব প্রকাশ না করিলে লোকে অতি মৃদু ও অযোগ্যম্মন্য মনে করে। নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। লোকে যাঁহাকে অসূয়া করে তাঁহার কিছুতেই মনের সুখ নাই, একবার অসূয়ার বিষদৃষ্টিতে পড়িলে অতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানও লোকে স্বার্থ বা দুরভিসন্ধিমূলক মনে করে। অসূয়ুরা নিঃস্বার্থ পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়, ইহাকেই খলতা কহে। খলেরা কোন রূপ অপকারে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে অন্ততঃ অমূলক

অখ্যাতি করিয়াও নিজ নীচতা ব্যক্ত করে। অন্যান্য অন্তঃকরণ বৃত্তির বিশ্রাম আছে, সর্ব্বদা আবির্ভাব দশায় থাকে না, কাল ও বিষয় অপেক্ষা করে, কিন্তু কাম ও অসূয়া সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিয়া মন কলুষিত করিয়া রাখে।

অসূয়ার এই একটী উপযোগিতা আছে, কোন রাজপুরুষ প্রভূতক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া ন্যায় ও চারিত্র অবহেলা পূর্ব্বক নিরবগ্রহ আচরণে প্রবৃত্ত হইলে অসূয়ুদিগের আয়াসেই তাঁহার পতন সাধন হয় এবং তাহাতেই জনপদের অনেক অনিষ্ট নিবারণ হয়।

শাস্ত্রচর্চ্চা।

শাস্ত্রচর্চ্চা একপ্রকার আমোদ। মন উচ্চাটিত বা বিরক্ত হইলে নিরালয়ে বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা অতি সুখে সময় ক্ষয় হয়। বাগ্মিতা শাস্ত্রের দ্বিতীয় ফল। নানাবিধ গ্রন্থ আয়ত্ত থাকিলে যুক্তি ও সূক্তি সম্বলিত বচনপরিপাটী দ্বারা লোকের মন আর্দ্র করিয়া অভিমত বিষয়ে প্ররোচিত ও প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। শাস্ত্রে বিচার শক্তিরও সম্যক্

উন্মেষ হয়। কিঞ্চিৎ সুবোধ হইলে শুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রাবীণ্য হয় বটে, কিন্তু সমধিক দুরূহ কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলে সৎপরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার সাধন করিতে হইলে ধীশক্তি নানাশাস্ত্রে সম্যক সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হওয়া চাই। শুদ্ধ শাস্ত্রচর্চ্চায়ই আয়ুঃক্ষেপ করা এক প্রকার আলস্য মাত্র, কথা বার্ত্তা কহিবার সময় অত্যন্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করা বিদ্যা প্রকাশ মাত্র, বিচার করিবার সময় সব বিষয়েই শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুসরণ করা পণ্ডিতমূর্খের কর্ম্ম। সাহজিক প্রজ্ঞা শাস্ত্রজ্ঞানে মার্জ্জিত হয়, শাস্ত্রজ্ঞানও লোকজ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত ও অধিকতর ফলোপধায়ক হয়। ধূর্ত্তেরা শাস্ত্রকে দ্বেষ করে, ক্ষুদ্রেরা ভক্তি করে, এবং বিজ্ঞেরা কাজে লাগাইয়া তাহাকে সার্থক করেন। পুস্তক পড়িলেই কিছু বিজ্ঞতা জন্মে না, জগতের ব্যবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহাই শাস্ত্রে সমেবিত ও সম্মার্জ্জিত হয়, বাদি-বিজয় বা বিদ্যাপ্রকাশ নিমিত্ত পড়াশুনা নহে, তোমার ধীশক্তি মার্জ্জিত করাই পড়াশুনার পরম প্রয়োজন। কতকগুলি পুস্তকের শুদ্ধ স্বাদগ্রহ মাত্র করিতে হয়, কতকগুলি গিলিয়া ফেলিতে হয়,

এবং অপর কতকগুলি চর্ব্বিত রোমন্থিত ও জীর্ণ করিতে হয়; অর্থাৎ কতকগুলি পুস্তক অংশত পাঠ করিতে হয়; কতকগুলি চোক বুলাইলেই হয়, আর কতকগুলি সমুদায়ত ও গাঢ় অভিযোগ সহকারে অনুশীলন করিতে হয়; আবার কতকগুলি পুস্তকের সংগ্রহ মাত্র পাঠে বা পরের মুখে শুনিয়া মর্ম্মগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থসকল মূল দেখিয়াই পড়া উচিত; সে সকল পুস্তকের সংগ্রহ পাঠে তাদৃশ উপকার হয় না। পরিস্রুত জল আর পরিস্রুত পুস্তক উভয়ই তুল্য, উভয়ই বিস্বাদ ও নীরস।

অধ্যয়নে বহুদর্শী হয়; অন্যের সহিত আলোচনে উপস্থিত বক্তা হয়, রচনা লিখনে পাকা সংস্কার হয়। যদি তোমার রচনা অভ্যাস না থাকে, তবে অসাধারণ মেধা থাকা চাই; যদি অন্যের সহিত অনুশীলন না কর, তবে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আর যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তবে ন্যূনতা ঢাকিবার নিমিত্ত অনেক ফন্দি করিতে হইবে নতুবা সম্ভ্রম রক্ষা হইবে না।

ইতিহাসে বিজ্ঞতা জন্মে, সাহিত্যে সূক্তিনৈপুণ্য হয়, পদার্থবিদ্যায় গাম্ভীর্য্য জন্মে, ধর্ম্মনীতিতে ধীরতা

হয়, তর্কশাস্ত্রে বাদনৈপুণ্য লাভ হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগত দৌর্ব্বল্য পরিহৃত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাস্ত্র অনু-শীলনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আন্তরিক ন্যূনতা পরিহৃত হয়। যাহার চিত্ত অতি চঞ্চল, কিছুতেই অধিকক্ষণ সংলগ্ন থাকে না, তাহার গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করা উচিত, যেহেতু এই শাস্ত্রের কোন প্রতিজ্ঞা উপপাদন করিবার সময় বুদ্ধি একটু অন্যাসক্ত হইলে পুনর্ব্বার মূল হইতে ধরিতে হয়; এইরূপে বারম্বার ঠেকিলেই একতানতা অভ্যাস হইয়া আইসে। যাহার বুদ্ধি স্থূল, সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার ন্যায়-শাস্ত্র অনু-শীলন করা বিধি, তাহা হইলেই চুল চিরিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা হয়। ব্যবহার শাস্ত্রেরও বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, উহাতে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অভিমত বিষয় উপপন্ন করিবার নৈপুণ্য লাভ হয়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র অভ্যাসে বিশেষ বিশেষ উপকার দর্শে।

ব্যবহার দর্শন।

ব্যবহারদর্শন অতি গুরুতর কার্য্য। শুদ্ধ বিধান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকিলেই সুবিচারে সামর্থ্য হয় না, বিলক্ষণ লোকজ্ঞতাও চাই। শুদ্ধ শ্রুতশালী হইলেই হয় না শীলবান্ হওয়াও অতি আবশ্যক। বিদূষক রাভসিক বা দাম্ভিকের কর্ম্ম নহে, বোদ্ধা বিচক্ষণ গম্ভীরপ্রকৃতিরাই এ পদের যোগ্য পাত্র। বিশেষতঃ বিচারকদিগের ধর্ম্মে দৃষ্টি থাকা ও বৈষম্য বিবর্জ্জিত হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। একজন অকর্ম্ম করিলে দেশের যত অনিষ্ট হয়, একজন অবিচার করিলে তাহার শতগুণ অনর্থের সম্ভাবনা। অকর্ম্ম করিলে স্রোতের এক দেশ মাত্র দূষিত হয়, কিন্তু অবিচার করিলে উৎস দূষিত হইয়া সমুদয় স্রোত অকর্ম্মণ্য ও মলিন হইয়া যায়। অধিকরণস্থান ধর্ম্মের মূল স্বরূপ, তাহা দূষিত হইলে লোকস্থিতি একবারে উৎসন্ন হয়। ধর্ম্মাসনে বসিয়া, অর্থিজন উকীলগণ আমলা লোক আর নিয়োগ্য নরপতির সহিত

কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, ক্রমশ উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। প্রাড়্বিবাকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য বল ও ছল দমন করা। প্রকাশ্য বলপ্রয়োগে সর্ব্বতোভাবে কঠিনরূপে দণ্ড করা উচিত, কেন না উহাতে রাজ্যের শান্তির উচ্ছেদ হয়। কিন্তু অপ্রকাশ্য ও গূঢ় কূটকর্ম্ম শাসন করা সুসাধ্য নহে। কোন কোন স্থলে অর্থীরা প্রত্যর্থীর সহিত গূঢ় বৈরনির্যাতনার্থ তুচ্ছ ছল ধরিয়া অনর্থক তাহাকে ব্যবহারবাগুরাতে পাতিত করে, ওরূপ ব্যবহার অধিকরণে উপনীত হইতে দেওয়াই উচিত নয়। অনেক স্থলে অর্থীরা ষড়্যন্ত্র জাল বল বলবৎসাহায্য ও প্রধান প্রধান উকীল হস্তগত করা প্রভৃতি কুসৃষ্টিকল্পনাদ্বারা বিচারপতির চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করে। তাদৃশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া বিবিক্তরূপে ন্যায় অন্যায় উপলক্ষণ পূর্ব্বক সুবিচার করিতে অসামাণ্য কৃতিত্ব অপেক্ষা করে।

বিধান সকলের কূটার্থ কল্পনা পূর্ব্বক অনর্থক অর্থীজনকে কষ্ট দেয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ যে সকল বিধানের শুদ্ধ ভয় প্রদর্শন দ্বারা শাসন মাত্র করা তাৎপর্য্য, তাহাদিগের অবিবিক্ত বিনিয়োগ

পূর্ব্বক প্রজাগণকে ফাঁদে ফেলা অতি অন্যায়, তাহা হইলে বিচার কার্য্যের মুখ্য অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত হয়। নিষ্পীড়ন ব্যতিরেকে দ্রাক্ষারস নির্গত হয় না বটে, কিন্তু আবার গাঢ় নিষ্পীড়ন করিলে তন্মী অষ্টি নিষ্পীষ্ট হইয়া উহা দূষিত ও বিস্বাদ হইয়া যায়। সেইরূপ কঠিন কঠিন বিধানানুসারে দণ্ড বিধান করিবার সময় কিঞ্চিৎ বিবেচনা না করিলে প্রকৃতিপ্রকোপের সম্ভাবনা। যদি ঐ সকল বিধান অনেক দিন অবব্যহৃত হইয়া থাকে, বা বর্ত্তমান সময়ের সহিত সমঞ্জসীভূত হইতেছে না স্পষ্ট বোধ হয়, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক রেহাই দেওয়া উচিত। আর বধ দণ্ড স্থলে যদি আইন বাঁচাইয়া মার্জ্জনা করিবার যো থাকে, তাহা বিলক্ষণ অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত দ্বারা লোককে শাসন করা মাত্র বধদণ্ডের তাৎপর্য্য, অতএব যে স্থলে ন্যায় ও ধর্ম্মের অবিরোধে এ তাৎপর্য্য রক্ষা হয়, তথায় ক্ষমাপক্ষে পক্ষপাতী হওয়া কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ। উকীলগণের নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ প্রমাণ প্রয়োগ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, স্থির ও অব্যাসক্ত চিত্তে তাহা শুনা উচিত, তখন

স্বয়ং কথা কহিয়া ভঙ্গ দেওয়া অকর্ত্তব্য। বিচার-পতি বাবদূক হইলে কখনই সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল বিষয় উকীল নিজ মুখেই সংগতি ক্রমে ব্যক্ত করিবে.তদ্বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা বাক্য-বিচ্ছেদ দিলে কখনই বিশদ রূপে তদীয় ভাবগ্রহ হয় না। বিচার পতির চারিটী প্রধান কর্ত্তব্য, যে বিষয় গুলি প্রকৃত বিবাদাস্পদ, উকীলদিগকে তদনুকূল প্রমাণতর্ক বিন্যাস করিতে উপদেশ দেওয়া অসম্বদ্ধ অনাবশ্যক বা পুনরুক্ত বিষয়ের পরিবর্জ্জন করা, সমুদায়ের বর্ত্তুল অর্থ সংগ্রহ করা, এবং পরিশেষে আজ্ঞা প্রদান করা এতদ্ভিন্ন আর কথা কহা রিক্ত অতিরিক্ত ও বাচালতা প্রকাশ মাত্র। উহাতে কেবল অধীরতা ও অমনোযোগ ব্যক্ত হয়। সাহসী ও অক্ষুব্ধ উকীলেরাই প্রায় বিচারকের বহুমানভাজন হয়, মৃদু ও বিনয়ীদিগের তাঁহারা তাদৃশ আদর করেন না। পরন্তু ধর্ম্মাসনে অধিরূঢ় হইয়া কোন প্রিয়পাত্র উকীলের পক্ষে পক্ষপাত করা অতি গর্হিত, তাহা হইলে ঐ উকীলের অন্যায় দর বাড়ান হয় এবং লোকের মনে নানা সন্দেহ উদয় হয়। উকীলদিগের উক্তি শেষ হইলে গুণবিশেষানুসারে বিচারপতির কিঞ্চিৎ প্রশংসা করা উচিত। বিশেষতঃ যে পক্ষে

হারি হইল, সভামধ্যে সে পক্ষের উকীলের কৃতিত্ব স্বীকার করিলে তাহার প্রতি বিজিত ব্যক্তির অভক্তি হয় না, বরং সে এই মনে করে, যে প্রসিদ্ধ ও গুণবত্তরের হস্তে পড়িয়াও যখন মৎপক্ষ কক্ষীকৃত হইল না, তখন উহা অসংশয় অন্যায় হইবে।

যখন উকীলদিগের অতি গুরুতর বিষয়ে প্রমাদ শঠতা বা অমনোযোগ প্রকাশ হয়, বা উহারা অনুচিত নির্ব্বন্ধ করে ও স্পষ্টতর প্রমাণ সকল অপলাপ করিতে চেষ্টা পায়, তখন তাহাদিগকে বিচারপতির মিষ্ট বচনে ভৎর্সনা করা উচিত। আর যখন বিচার নিষ্পত্তি হইয়াছে,তখন যেন উকীলেরা পুনর্ব্বিচারার্থ বিরক্ত না করে। পরন্তু তদীয় উক্তি শেষ না হইতে বিচার পতির চূড়ান্ত হুকুম দেওয়াও উচিত নয়।

তৃতীয়তঃ। অধিকরণস্থান ধর্ম্মদেবের মন্দির স্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পবিত্র ও শুদ্ধসত্ত্ব রাখা কর্ত্তব্য, উহার সান্নিধ্যেও কোন অমেধ্য সম্পর্ক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। শুদ্ধ ধর্ম্মাসন অদূষিত থাকিলেই হয় না, সমুদয় কর্ম্মচারীদিগেরও শুচি ও পূত থাকা চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তত্রত্য কর্ম্মচারীরা প্রায়ই স্বার্থপর নির্দ্দয় ও অর্থপিশাচ দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা অনর্থক

ব্যবহার সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করে, সর্ব্বদাই কুটিল পথে বিচরণ করে, ন্যায় অন্যায় বুঝিতে দেয় না, অতি তুচ্ছ স্বার্থানুরোধে লোককে অনেক কষ্ট দেয় এবং নানা ছলে অর্থিগণের অর্থ শোধনের পন্থা দেখে। যেমন মেষ শীতের ভয়ে কণ্টকতরুর আবরণে আশ্রয় লইলে অক্ষতলোমা হইয়া বাহির হইতে পারে না, সেইরূপ দৌর্ব্বল্যেরা বলবৎপ্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে শরণ গ্রহণ করিয়া বিবিধ হানি স্বীকার করে।

চতুর্থতঃ। যেমন বিধান সম্পর্কীয় গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে প্রাড়্বিবাকদিগের মত গ্রহণ করা নরপতির আবশ্যক, সেরূপ প্রাড়্বিবাকদিগেরও বিধানগণের অক্ষরার্থ সন্দেহস্থলে নিযোগ্য নরপতির অনুমতি অপেক্ষা অতি কর্ত্তব্য। আর রাজ্যের এমন অনেক ভদ্রাভদ্র আছে, যে ব্যবহারদর্শী দিগের বুঝিবার অধিকার নাই। যে সকল বিষয়ের মীমাংসার সহিত তাদৃশ ভদ্রাভদ্রের সংস্রব আছে, সে সকল বিষয়ে রাজ্যেশ্বরের মত গ্রহণ করা অতি আবশ্যক অধর্ম্ম শাসন ও শান্তিরক্ষণই ধর্ম্মাধিকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য, সমুদয় বিধানই এই উদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অতএব যেস্থলে বিধানাক্ষর অনু-

সরণ করিলে পরম্পরায় অধর্ম্ম প্রোৎসাহিত হয়, বা অধিকাংশ প্রজার অনিষ্ট হইয়া উত্তরকালে শান্তির ব্যাঘাত হয়, সে স্থলে নৃপতির নির্দেশ অপেক্ষাপূর্ব্বক চলা বিধি। অতিগহন রাজ্য-তন্ত্রের পৃথক পৃথক অধিকার এক সময়ে এক দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না বলিয়াই বিচারপতিরা নিযুক্ত হই-য়াছেন, সুতরাং তাঁহারা রাজার প্রতিনিধি মাত্র, অতএব তাঁহাদিগের রাজশক্তির প্রতিকূলাচরণ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু বিচারপতিরা ধর্ম্মপথ হইতে অস্খলিতভাবে স্বাধিকারে আইন মত কাজ করিলে তাঁহাদিগকে এক কথা কহিতে ব্রহ্মারও সাধ্য নাই।

স্বার্থপরতা।

সকলেই স্বার্থসাধনে ব্যস্ত সত্য বটে, কিন্তু অতি-শয় স্বার্থপর ব্যক্তি কখনই সাধুপদবাচ্য হইতে পারে না; আত্মসার ব্যক্তিরা পরের অনিষ্ট করিয়াও স্বার্থসাধন করিতে সঙ্কুচিত হয় না। আপনার মঙ্গ-লের চেষ্টা করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে, কিন্তু

পরের অমঙ্গল ঘটাইয়া নিজ মঙ্গলের উপায় দেখিলে লোকস্থিতি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মনুষ্যজাতির জীবযাত্রা নির্ব্বাহার্থ পরস্পর আনুকূল্য অপেক্ষা করে বলিয়া তাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে; কিন্তু সকলে স্বার্থ সাধনার্থ পরস্পর প্রতিকূলাচরণ করিলে কখনই জনসমাজ সুশৃঙ্খল হইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের এবং, যাঁহাদিগের হস্তে সাধারণের গুরুতর অর্থ সকল ন্যস্ত আছে, তাঁহাদিগের স্বার্থপর হওয়া এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম। রাজ্যেশ্বর স্বার্থপর হইলে তত হানি নাই, তাঁহার অর্থ শুদ্ধ তাঁহার একের অর্থ নহে, তাঁহার স্বার্থ ব্যাঘাত হইলে রাজ্য শুদ্ধ লোকের অনর্থ হইবার সম্ভাবনা। অনেকে যাঁহার আশ্রিত ও যাঁহার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করে, তাঁহার স্বার্থপরতা বরং এক দিন শোভা পায়, কিন্তু রাজপুরুষ বা পৌরজন সর্ব্বদা আত্মসার হইয়া চলিলে কোনরূপে রাজ্যের ভদ্রস্থতা নাই। যাঁহাদিগের প্রতি দৌত্য সৈনাপত্য কোষাধিকার প্রভৃতি গুরুতর ভার অর্পিত থাকে, তাঁহাদিগের এই প্রবল দোষ থাকাতে কত রাজ্য উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কত জনপদ শুদ্ধ তাঁহাদিগের নিজের জিগীষা, লোভ, তুচ্ছ মানস্পৃহা ও বৈর-

সাধনের নিমিত্ত অনর্থক সমরাড়ম্বরে ব্যাপৃত হইয়া হতসার ও হীনতাপ্রাপ্ত হইতেছে। যাহারা যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত প্রভুর প্রকৃত ক্ষতি করিতে প্রস্তুত হয়, তাহারা প্রতিবেশীর গৃহ প্রজ্বালিত করিয়া অগ্নিসেবা করিতে সঙ্কোচ করে এমত বোধ হয় না।

ফলে আত্মম্ভরিদিগের অভ্যুদয় অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পরকে মজাইয়া স্বোদর পূরণ করিলে কখনই সুখে কালক্ষয় হয় না। দশ জনের ধিক্কার ও আত্মগ্লানির নিমিত্ত সদাই সঙ্কুচিত থাকিতে হয় এবং দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে কেহই তদীয় ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ করে না।

বক্তৃতা।

অনেকের জিগীষা এত প্রবল যে, বক্তৃতা করিবার সময় নিজ পক্ষ সৎ কি অসৎ এরূপ বস্তুগতি বিবেচনা করে না, যে কোন রূপে স্বপক্ষসমর্থন ও প্রতি পক্ষনিগ্রহ করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হয়। তাহারা যে কোন কোটি গ্রহণ পূর্ব্বক তর্ক-

বিন্যাস করা কৃতিত্বের লক্ষণ মনে করে, বিবেক শক্তি অপেক্ষা তর্কশক্তির সমধিক গৌরব করে এবং কাজে হারিয়াও কথায় জিতিবার চেষ্টা পায়।

কেহ কেহ এক প্রকার শব্দ ও ভাব পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করে, এরূপ বিচ্ছিত্তিবর্জ্জিত বচন অধিক ক্ষণ শুনিতে ভাল লাগে না এবং উহা অশক্তিনিবন্ধন জানিতে পারিলে হাঁসি আইসে। বক্তৃতার সময় উক্তিবৈচিত্রের নিমিত্ত প্রকৃত বিষয়ের সহিত অবান্তর বিষয়ের উপন্যাস, যুক্তির সহিত দুই একটি ইতিহাস, মধ্যে মধ্যে পরিহাস, পরমতবর্ণন, নিজরুচি কথন প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা শ্রোতৃজনে অবধান আধান করা কর্ত্তব্য, নতুবা একরূপ প্রণালীতে এক বিষয় অধিক ক্ষণ শুনিতে বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু অবিবিক্ত রূপে পরিহাসরসিকতা প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে সকল বিষয় দশ জনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে, বা লোকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, বা যাহা দেখিলে দয়ার উদ্রেক হয়, এরূপ বিষয় লইয়া পরিহাস করা অতি গর্হিত। কেহ রসিকতা প্রকাশার্থ মর্ম্মান্তিক পরিহাসেও পরাঙ্মুখ নহে। পরিহাস আর পরহিংসা এ উভয়ের ভেদ অবগত থাকা সর্ব্বাগ্রে আব-

থাকে। যে পরিহাসে অন্তঃকরণে বেদনা বোধ হয়, তাহা কখন বিস্মৃত হওয়া যায় না, যাবজ্জীবন স্মরণ থাকে এবং পরিহাসকারীকে এক প্রকার শত্রু বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন দ্বারা শ্রোতৃজনের কথা কহিবার অবকাশ দেওয়া উচিত। যে সকল বিষয়ে তাঁহার সমধিক দৃষ্টি আছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে অনেক শিখিতে সমর্থ হওয়া যায়। যদি তিনি শীঘ্র কথা শেষ না করেন এবং অনেক ক্ষণ ধরিয়া শ্রবণ-খেদ উৎপন্ন করেন, তবে কৌশলক্রমে তদীয় বাক্য-ব্যাঘাত পূর্ব্বক অপরকে কথা কহিবার অবসর দেওয়া উচিত।

লোকে যাহা তুমি জান মনে করে, কথা কহি-বার সময় তাহার অজ্ঞান ভাণ করিও না, তাহা হইলে সকলে তোমাকে কপটী মনে করিবে এবং বাস্তবিক যাহা জান না, তাহারও অভ্যন্তরস্থ বোধ করিবে। আপনার কথা পারম্পার কহা উচিত নয়। বিলক্ষণ না বিবেচনা করিয়া অবসর না বুঝিয়া কখন আত্মশ্লাঘা করিবে না। তবে তুমি যে সকল গুণে ভূষিত বলিয়া তোমার সংস্কার আছে, তাহা স্বয়ং ব্যাখ্যা না করিয়া তাদৃশ গুণশালী অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা দ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান করিলে তত হানি

নাই। সামান্যাকারে কোন দোষের বিষয় প্রস্তাব করিবার সময় এক জন ভদ্র লোকের উপর কটাক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। যাহা শুনিলে লোকে মনঃক্ষুণ্ণ হয়, এমত বিষয় উত্থাপন করাই উচিত নয়। অনেকে বৈদগ্ধীপ্রকাশার্থ বক্রোক্তি প্রয়োগ করিতে ভাল বাসে, কিন্তু অতিশয় বক্রোক্তি প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। তাহা হইলে বাক্য প্রহেলীর মত হইয়া উঠে, শ্রোতার ঝটিতি অর্থ বোধ হয় না। আবার নিতান্ত নিরলঙ্কার ও ঋজুরীতি অবলম্বন করিলেও কথা অতি নীরস ও গ্রাম্য বোধ হয়।

সৌভাগ্য।

শুদ্ধ পুরুষকারে কিছুই হয় না, দৈব ও কালের সহকার ব্যতিরেকে অনেক স্থলে প্রযত্নবৈফল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল ঘটনা পুরুষ ব্যাপারের আয়ত্ত নহে এবং অর্ব্বাগ্‌দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না, অনেক স্থলে তাহার ঘটনা দ্বারা মনুষ্যের ঐহিক সুখ দুঃখ নিযন্ত্রিত হইয়া থাকে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বড় লোকের অনুগ্রহ, অন্যের

মৃত্যু, ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ, ইহার কিছুই পুরুষ প্রযত্নের আয়ত্ত নহে। কত কৃতী লোক এই সকল হেতুবিরহে লোকলোচনের অগোচর হইয়া বসুমতী বিভূষিত করিতেছেন কে বলিতে পারে?

কিন্তু সচরাচর ধরিতে গেলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে আপনার সৌভাগ্য আপনার হাতেই থাকে। সুপ্রসিদ্ধ রিশিলিউ কহিতেন যে "আপনার প্রমাদ ও নির্ব্বোধতা ব্যতীত উদ্যম ভঙ্গের আর কিছুই হেতু নাই"। বাস্তবিকও অনুকূল ঘটনা ও অবসর বুঝিয়া উদ্যম আরম্ভ করিলে প্রায়ই বিফল হয় না। কিন্তু অনুকূল ঘটনা ও অবসর বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ নহে এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে ঐ সকল ঘটনার স্বরূপও বচন দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। অন্য অন্য বিষয়ে এমত অনেক কৌশল আছে, যে লোকে বুঝিতে পারে, প্রশংসা করে ও ঝটিতি অনুশরণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু কিরূপ কৌশলে চতুরচূড়ামণিরা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া পড়েন, সে রহস্য সকলে অবগত নহেন। যেমন কেন দশা উপস্থিত হউক না, তাঁহারা এমনি কৌশলক্রমে চারিদিক বাঁচাইয়া চলেন, যে তাহা উপদেশ শ্রবণে আয়ত্ত

হয় না। চক্রনেমিক্রমে যেমন দশাপরিবর্ত্ত হয়, তাঁহারা নিজ বুদ্ধিকে উপস্থিত সময়ের সহিত অমনি সমঞ্জসীভূত করিয়া ফেলেন।

এক অধ্যাপক সর উইলিয়ম জোন্সের বিষয়ে কহিয়াছিলেন "এই বালক সালিসবরির প্রান্তরে পরিত্যক্ত হইলেও ভাগ্যের পথ চিনিয়া লইবে"। এক জনের প্রমাদ কখন কখন আর এক জনের সৌভাগ্যের বীজ হয়, বাড়াবাড়ি বড় মানুষ হওয়া প্রায় আর এক জনের প্রমাদ হইতে ঘটিতে দেখা যায়। একটী আভাণক আছে, সাপ খাইয়াই সাপ বড় হয়, ইহার তাৎপর্য্য মনুষ্য জাতির পক্ষে সুন্দর রূপে অতিদেশ করা যাইতে পারে। ধীশক্তি চতুরস্র ও বিশ্ববলিনী হইলে অবশ্যই লক্ষ্মীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আবার অতিবুদ্ধি বা অতিশয় বিদ্যানুরাগীর পক্ষে লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র হওয়া বড় সহজ নহে। লক্ষ্মী সরস্বতীর কেমন চিরবৈর আছে, যে কখনই একত্র সমাগম দৃষ্ট হয় না। অতি ধার্ম্মিক বা অত্যন্ত দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা কখন ভাগ্যবন্ত হন না। যাঁহাদিগের সমুদায় আরম্ভই শুদ্ধ পরহিতার্থ এবং সমুদায় চিন্তাই অতি উদাত্ত উদ্যম সকলে নিয়ত ব্যাপারিত থাকে,

তাঁহারা অতি ক্ষুদ্রের মত আপনার নিমিত্ত তুচ্ছ বিষয়ে মনোযোগ দিতে ভাল বাসেন না। ভাগ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই কতকগুলি সামান্য গুণ বা কৌশল একত্র সমাগত হইলে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়। যেমন ছায়াপথ কতকগুলি সূক্ষ্ম তারকাস্তবক মাত্র, ঐ সকল তারকার প্রত্যেকের কিছু মাত্র আলোক উপলক্ষিত হয় না, কিন্তু সমবেত হইলে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ ভাগ্যের পথ কতকগুলি কৌশল সমষ্টি মাত্র,উহার প্রত্যেকের কিছুমাত্র উপাদেয়তা নাই।

রাতারাতি বড়মানুষ হইলে স্বাভসিক ও অপরিণামদর্শী হয় এবং প্রায়ই রাতারাতি উৎসন্ন হইতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃ ও শনৈঃ শনৈঃ স্বহস্তার্জ্জিত সম্পত্তিই ভোগে আইসে।

ভাগ্যবন্ত পুরুষদিগকে লোকে স্বভাবতঃ বিশ্বাস ও সম্মান করে। যাঁহার প্রতি লক্ষ্মীর শুভ দৃষ্টি থাকে, তাঁহার উপরেই লোকে সমুদয় মান সম্ভ্রম বৃষ্টি করে, এ নিমিত্ত প্রায় সব দেশেই ভাগ্যবন্ত ও বিভবশালী পুরুষদিগকেই সকল বিষয়েই নেতৃত্ব করিতে দেখাগিয়া থাকে। বাস্তবিকও যাঁহাদিগের দশ জন প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আছে,

লোকের নিকট তাঁহাদিগের সম্মান লাভ করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

লোকে পরের কৃতিত্ব দেখিলে অসূয়া করে। সুবুদ্ধিরা সেই অসূয়া পরিহারার্থ স্বকীয় অভ্যুদয় দেবপ্রসাদলব্ধ ও ভাগ্যায়ত্ত বলিয়া নিজ কৃতিত্ব অপলাপ করেন। আর দেবতাদিগের প্রসাদ-পাত্র হওয়া সামান্য গৌরবের বিষয় নহে, বিশেষত দেবানুগৃহীত বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সামান্যলোক দিগের সংস্কার জন্মিলে তাহারা তদীয় উদ্যমের প্রতিকূলাচরণে সাহসী হয় না। সীজর একবার ঝটিকার সময় পোত নায়ককে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন "নিজ অনুকূল দৈব সমেত সীজর পোতে থাকিতে তোমার ভয় কি?" সালা আপনাকে অদৃষ্টবান্ বই কখনও মহান্ বলিতেন না। আর যাহারা একবারেই দৈবশক্তি অপলাপ পূর্ব্বক নিজ পুরুষকারের শ্লাঘা করে, তাহারা কখনই লোক-সংগ্রহ করিতে পারে না এবং প্রায়ই পরিশেষে ভগ্নোদ্যম ও অপ্রতিভ হইয়া থাকে।

বিজ্ঞতা প্রকাশ।

অনেকে লোকের নিকট বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত নানা প্রকার ভাণ করে, তাহারা অতি তুচ্ছ বিষয়ে কতই আড়ম্বর করে। কিন্তু এরূপ আচরণে সুবুদ্ধি সমাজে উপহাসাস্পদতা ব্যতীত আর কিছুই ফল নাই। এরূপ লোকদিগকে বিজ্ঞ-ব্রুব বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞব্রুবেরা এরূপ শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত রূপে কথা বার্ত্তা কহে এবং এরূপ আকার ইঙ্গিত সম্বরণ পূর্ব্বক চলে, যেন তাহারা কতই গুরুতর রহস্য বিষয় অবগত আছে। তাহারা কথা কহিবার সময় কতই অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রা প্রদর্শন করে, বিচারের সময় হারি স্বীকার করে না, হারিবার সময়ও একটী লম্বা চৌড়া কথা কহিয়া বসে, নয় রাগিয়া উঠে, যাহা তর্কে প্রতিপন্ন করিতে না পারে,তাহা অভ্যুপগম পূর্ব্বক নিজ কল্প জল্পনা করে, তাহাদিগের যাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহা বুঝিবার আবশ্যকতাও নাই সমর্থন করিবার চেষ্টা পায় এবং ন্যূনতাও বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া ভাণ করে। যখন প্রতিপক্ষের বাচোযুক্তি সকল খণ্ডন

করিবার যো নাই দেখে তখন একটী বাক্‌ছল ধরিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। এইরূপ বিজ্ঞক্রুরেরা কোন বিষয় প্রস্তাব করিবার সময় নানা আপত্তি উপস্থিত করে, বিবিধ বিঘ্নের ভয় দেখায় এবং প্রায় নিষেধপক্ষেই পক্ষপাতী হয়, কেননা নিষেধপক্ষ সমর্থনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে একবারেই বাদানুবাদ বিশ্রাম হয়, কিন্তু বিধিপক্ষ সমর্থিত হইলে কার্য্যের সময় নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পরিশেষে অপরিণামদর্শিতা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। ভাণকারীরা উক্তরূপ নানা রূপ কৌশলে লোককে বঞ্চিত করিয়া মানসম্ভ্রম রক্ষা করে এবং কখন কখন খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ পূর্ব্বক সৌভাগ্যশালী হইতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এরূপ লোককে কখন কোন কার্য্যের ভারার্পণ করা বিধেয় নহে। বরং অজ্ঞ হওয়া ভাল, কিন্তু এরূপ অতিবিজ্ঞ হওয়া কিছু নয়।

দীর্ঘ সূত্রিতা।

দীর্ঘ সূত্রিতা বড় দোষ, দীর্ঘসূত্রি ব্যক্তিরা কোন কর্ম্মই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আদান প্রদান ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কখন বৃথা বিলম্ব করিও না, বিলম্বে কার্য্য হানি হয়। যোগ্য অবসরে কার্য্য আরম্ভ না হইলে কখনই ফলোদয় হয় না। অতএব অবসরের যোগ্যতা বিষয়ে বিলক্ষণ বিবেচনা করিবে। এরূপ বিবেচনায় কাল-ক্ষেপ করাকে দীর্ঘসূত্রিতা বলা যায় না। দীর্ঘ-সূত্রিতা দোষ বটে, কিন্তু অবিমৃষ্যকারিতাও সামান্য দোষ নহে। যে সকল বিঘ্ন ঘটিতে পারে তাহা কার্য্য প্রারম্ভের অগ্রেই চিন্তা করা উচিত, তখন তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক উপেক্ষা করা উচিত নহে, অগ্রেই তাহাদের সমুচিত প্রতিবিধানের সুবিধান করা কর্ত্তব্য। উপায়চিন্তার সময়েই অপায়চিন্তা করিবে এবং সম্ভাবিত অপায়ের নিমিত্ত সজ্জক্রম হইবে। আবার অভাবী বিঘ্ন ভাবনা পূর্ব্বক ভীত হওয়া অতি ক্লীব ও কাপুরুষের কর্ম্ম। এরূপ ব্যক্তি যখন নিজ মনঃকল্পিত অলীক বিঘ্ন সকল ঘটিল না দেখে, তখন

বাস্তবিক ও সম্ভাবিত বিঘ্ন সকলও সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে উপেক্ষা করে। পক্ষান্তরে বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটিলেই প্রতিবিধানের আড়ম্বর করা উচিত, নতুবা ছায়াতে শত্রুভ্রমে আয়ুধক্ষেপ পূর্ব্বক উহাকে চেতন করিলে শুদ্ধ মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়। অবসরের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সূক্ষ্মরূপে উপলক্ষণ করা সর্ব্বথা অতি আবশ্যক। জোয়ার আসিয়াছে, সুবাতাস বহিতেছে, তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিবে, তাহা হইলেই অভিমত উপকূলে উপনীত হইবে, নতুবা সুযোগ বহিয়া গেলে সংসার সাগরে যাত্রা করিলে ক্লেশময় পঙ্কে পড়িবে, কতবার চড়ায় ঠেকিবে এবং পরিশেষে ভবিতব্যতার বশবর্ত্তী হইয়া ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে। ফলতঃ অভিমত প্রারম্ভের পূর্ব্বমন্ত্রণার সময় সহস্রলোচনের সহস্র লোচনে চতুর্দ্দিক আলোচন করা উচিত, কিন্তু সমাপনার সময় কার্ত্তবীর্য্যের মত সহস্রবাহু ধারণ করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রণার সময় প্রমাদশূন্য ও কার্য্যের সময় ক্ষিপ্রকারী হইলে অবশ্য সংসারে সৌভাগ্যশালী হইতে পারা যায়।

সন্তান।

সন্তানে নানা প্রকার সুখ আছে বটে, কিন্তু অসুখও বিস্তর। আত্মবিম্ব স্বরূপ কতিপয় কুলতন্তু সংবেষ্টিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অন্তঃকরণে একপ্রকার স্বসংবেদ্য সন্তোষ সমুৎপাদিত হয়। কিন্তু আবার সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বৃত্ত বা অবশ্য হইলে সংসার ক্লেশাগার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতি গুণবান ও প্রিয়ম্বদ হইলে নানা অমঙ্গলাশঙ্কায় সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত থাকিতে হয়, কখন কি হয় এরূপ উদ্বেগ অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরুক থাকে। সন্তান থাকিলে সাংসারিক ব্যাপারে পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের দশায় সন্তানের দুঃখ দেখিলে নিজ দুঃখ দ্বিগুণতর বোধ হয়। সন্তান থাকিলে সাংসারিক চিন্তা ও উদ্বেগ অনেক পরিবর্দ্ধিত হয়, আবার সন্তান জীবিতবান্ রাখিয়া মরিতে পারিলে মৃত্যুভয় অনেক লঘূকৃত হয়। সন্তানবান্ অপেক্ষা নিঃসন্তান লোকদিগকে অনেক মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের বাহ্য শরীরের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত

হয় নাই, অধিকাংশ তাঁহারাই অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যশ অনুষ্ঠানে চিরস্মরণীয় চিহ্ন দেদীপ্যমান রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। নিরপত্যেরা প্রায় দেবালয় বিদ্যালয় আবসথ আরোগ্যশালা প্রভৃতি পরমার্থানুষ্ঠানার্থ বিত্ত বিনিয়োগ করেন।

বহুসন্তান স্থলে পিতা মাতা সকলকে সমান স্নেহ করেন না। বিশেষতঃ মাতা সন্তানবিশেষে অন্যায় পক্ষপাত প্রকাশ করেন। পিতার প্রযত্নের পুত্র শ্রুতশালী হয় এবং মাতার আদরেই দুর্ল লিত ও দুর্নয়াসক্ত হয়। বহু সন্তান স্থলে দুই তিনটী মাত্র জনয়িতৃজনের বহুমানভাজন হয়। অবরজগুলি একান্ত দুর্ল লিত ও অবিধেয় হয়, কিন্তু অনতিলালিত ও উপেক্ষিতপ্রায় সন্তানগুলি বড় হইয়া পরিণামে লোক সমাজে গণনীয় ও মাননীয় হইয়া থাকে।

সকল স্থলেই সন্তানের আব্দার শুনা অপরামর্শ বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে নিতান্ত কার্পণ্য প্রকাশ করাও উচিত নহে, তাহা হইলে নীচের সহিত সংসর্গ, অপহরণে আসক্তি ও নানা কুসৃষ্টি কল্পনায় প্রবৃত্তি জন্মে। বাল্যকাল অতি কৃচ্ছ্রে অতিবাহিত হইলে পর যৌবনে বিষয় হস্তগত হইলে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে, তখন চিরনিরুদ্ধ ভোগেচ্ছা উদ্দাম রূপে

বিজৃম্ভিত হইয়া একেবারে নানা দোষ আসিয়া ধরে। অতএব বালস্বভাবসুলভ কোন কোন মনোরথ সাধন করা বিধি। যে পিতা মাতা যে সেবক বা যে শিক্ষক বিনয়নোদ্দেশে ভ্রাতৃগণের মধ্যে অন্যোন্য জিগীষা বা স্পর্দ্ধা উত্তেজিত করে, তাহারা অতি নির্ব্বোধ। উহাতে তৎকালে সৌভ্রাত্র উন্মূলিত হইয়া উত্তরকালে গৃহবিচ্ছেদের বীজ বিক্ষিপ্ত হয়। পিতার উচিত, পুত্রের বাল্যাবস্থায় আয়তি আলোচনা পূর্ব্বক অভিমত বৃত্তি বা ব্যবসায় মনোনীত করেন এবং তখনই তদনুরূপ শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন প্রকৃতি অতি কোমল থাকে, অক্লেশেই অভীষ্ট বিষয়ে লওয়াইতে পারা যায়। তখন বালকের অভিরুচি বা প্রকৃতিবিশেষের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষা করা অকর্ত্তব্য। তৎকালে এমত মনে করা উচিত নয় যে বালকের রুচি যে দিকে নিসর্গত প্রধাবিত হয়, সে তাহা অনায়াসে পরিপাটী রূপে শিক্ষা করিবে। বালকের স্বভাব অতি চঞ্চল, কোন বিষয়ে নিশ্চল বা দৃঢ় অভিনিবেশ থাকে না, সুতরাং তখন কোন বিষয়ে ক্ষণিক অভিনিবেশবিশেষ দর্শনে প্রকৃতিবিশেষ অনুমান করিয়া তাহার পরকালে জলাঞ্জলি দেওয়া অতি মূঢ়ের

কর্ম্ম। কিন্তু যদি স্থলবিশেষে অসন্দিগ্ধ লিঙ্গ দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তিবিশেষ অতি উল্‌বণ বোধ হয়, সেখানে তাহার কোনরূপে প্রতিরোধ করা বিধেয় নহে। কিন্তু সামান্যাকারে এরূপ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে উত্তরকালে বিপুল বিভব ও মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, অতি যত্ন পূর্ব্বক সন্তানকে তাহাতেই নিয়োজিত করা উচিত, উহা প্রথমে তাহার কষ্টসাধ্য হইলেও অভ্যাস বশতঃ চরমে সুসাধ্য ও সহজ হইবে।

সন্দেহ।

অনেকে সব বিষয়েই সন্দেহ করে, কিছুতেই তাহাদিগের মনঃপূত হয় না, তাহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে না ও তুচ্ছচ্ছল ধরিয়া লোকের নানা দুরভিসন্ধি কল্পনা করত সর্ব্বদাই মন কষায়িত করিয়া রাখে। এরূপ অভ্যাস সংশোধন করা অতি আবশ্যক। সন্দিগ্ধাত্মা ব্যক্তির মন কখনই প্রফুল্ল থাকে না, সর্ব্বদাই বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে, কোন কার্য্যই সুচারু ও অব্যাহতরূপে নিষ্পন্ন হয় না। রাজা সন্দিগ্ধাত্মা

হইলে প্রজাপীড়ক হয়েন, বিজ্ঞজন সন্দেহী হইলে অব্যবস্থিতচিত্ত ও বিষণ্ণস্বভাব হয়েন। ঈদৃশ স্বভাব ব্যক্তিরাই অকারণে ভার্য্যার ব্যভিচার শঙ্কা করেন এবং তন্নিবন্ধন অতি বিশুদ্ধ দাম্পত্য সুখে একবারে বঞ্চিত হয়েন। অশিক্ষিত বা নির্ব্বোধ হইলেই যে সন্দিগ্ধস্বভাব হয় এমত নহে; সন্দেহ এক প্রকার রোগ, মতিমান্ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগকেও কখন ঐ রোগে আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সন্দেহ পুষিয়া রাখেন না, কোন সন্দেহ উদয় হইলে বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহারা একতর কোটি অবধারণ করেন। কিন্তু মূঢ় ও তামসস্বভাব ব্যক্তিদিগের সন্দেহ শীঘ্রই বদ্ধমূল হয়।

সন্দেহ মাত্রই অজ্ঞানমূলক, স্পষ্টরূপ বুঝিতে না পারিলেই মনে নানা বিকল্প উদয় হয়, অতএব সন্দেহ উপস্থিত হইলে তত্তদ্বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করা অতি আবশ্যক, মনোমধ্যে স্থাপ্য করিয়া অন্তঃকরণ কলুষিত রাখা উচিত নহে।

তুমি যাহা মনে করিয়া সন্দেহ করিতেছ, তাহা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। সামান্যতঃ ধরিতে গেলে মনুষ্যমাত্রই লোভী ও স্বার্থপর, যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মিষ্ঠ লোক সংসারে অতি বিরল, কাহাকেও অতি

বিশ্বাস করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়, অতএব যে কিছু সন্দেহ মনে উদয় হয় তাহা সকলের নিকট ব্যক্ত করিয়া লঘুতা প্রকাশ না করিয়া বরং সর্ব্বত্র আত্ম-সাবধান হইয়া চলা কর্ত্তব্য।

অনেকে খলতাপূর্ব্বক সাধুজনের প্রতি লোকের মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়া দেয়। যখন কোন সাধু ব্যক্তির উপর উক্তরূপে তোমার সন্দেহ জন্মে, তখন তাঁহাকে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলা উচিত, এবং যে নিমিত্ত তোমার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা খুলিয়া অবগত করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে হয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মুখে সমুদায় বিবরণ শুনিয়া একবারে সকল সন্দেহ অপগত হইতে পারে, আর নয় সে ব্যক্তি সেই অবধি পূর্ব্বরূপ সন্দেহজনক আচরণ হইতে বিরত হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা স্বভাবত নীচ ও ক্ষুদ্র, তাহাদিগের পক্ষে এ উপদেশটী খাটে না, তাহারা একবার অকারণে সন্দেহভাজন বলিয়া জানিতে পারিলে জন্মের মত সাধুব্যবহার বিসর্জ্জন দেয়।